সমাজ-রেণু

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যা'দের ক'রেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হবে সেথা তোরে সবার সমান !'

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ

প্রকাশক
শ্রীনিরঞ্জন বিজলী
গোকুলনগর গ্রাম ও পোষ্ট, মেদিনীপুর

১৩৩২

মূল্য আট আনা

এই পুস্তক নিম্নলিখিত ঠিকানায়

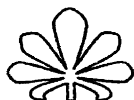
প্রাপ্তব্য—

(১) শ্রীনিরঞ্জন বিজলী, গোকুলনগর গ্রাম ও পোষ্ট, মেদিনীপুর

(২) শ্রীকৌস্তুভকান্তি করণ ও শ্রীকোহিনূরকান্তি করণ
ক্ষেমানন্দ কুটীর, ভাঙ্গনমারি, জনকা পোঃ, মেদিনীপুর।

(৩) শ্রীদামোদর দাস বি. এ. ৩৯নং হ্যারিসন রোড্ কলিকাতা।

(৪) ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয়,
কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন্ রোড স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

* * * * * * *

"যদি আমাকে কোন বিদেশী জিজ্ঞাসা করেন,—'৩০ কোটি ভারতবাসী কেন আজ মুষ্টিমেয় পরদেশীর পদানত ও ক্রীড়ার পুত্তলি ?' আমি এক কথায় তাহার উত্তর দিব—'অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ।' যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন,—'স্বরাজ লাভের প্রধান পরিপন্থী কি ?'—আমি এক কথায় উত্তর দিব—'অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ'।"

—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

* * * * * * *



উপহার

তারিখ....................

শ্রী...



বিশ্বপূজ্য—মনীষিকুল-গৌরব

আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় এম. এ., ডি. এস-সি., পি-এইচ্-ডি., সি. আই. ই.

মহোদয়ের শ্রীচরণকমলে—

জম্‌কালো প্রাণখানি কঙ্কাল-আবরণে—
ঝঙ্কারি' উঠিয়াছে নিঃস্বের জাগরণে!
রসায়ন-চর্চ্চায় ক্ষিতিযোড়া কীর্ত্তির
মাঝে হেরি একি প্রভা হৃদয়ের দীপ্তির!
অজন্মায় জর্জ্জর—বন্যায় গেহহারা
অন্ন ও বাসহীনে ঢালিতেছ স্নেহধারা!
প্রীতি-প্রেম-মমতার অমৃতদ্রব মাখি'
আর্ত্তের সেবাতরে জেগে' রয় তব আঁখি!
এত স্নেহ—এত প্রেম আছে বল অন্য কা'র?
মমতার নির্ঝর—দুঃস্থের কর্ণধার!

বাংলার গান্ধি তুমি—অবতার জ্ঞান ও ধীর,—
জননীর মুক্তির পন্থাটী জান স্থির!
হে তাপস ব্রাহ্মণ,—কর্ম্মের পূজারি,
নিঃস্বের হিতে দিলে আপনায় উজাড়ি'!
করুণার কর্ণ হে,—বৃহস্পতি মনীষার,—
ইন্দ্রিয়জয়ী ভীষ্ম—প্রজ্ঞার খনিসার!
চর্‌খার চক্রেতে স্বরাজের রথ চলে
বোধনিছ কর্ম্মেরে দৃঢ় এই মত বলে।
কাউন্সিল্‌-মরীচিকালুব্ধ নহে তব মন,—
বাক্যের রাগে নহে—ত্যাগে মুগ্ধ সর্ব্বজন।
অন্তর ও বাহিরেতে নাহি কোন ব্যবধান,—
শিশু-সরলতা-ভরা জনহিত তব ধ্যান!
সংসারী নহ তবু প্রসারিত সংসার;—
বাংলার ছাত্রদল—দীনহীন জন আর
আর্ত্তের কোলাহলে চঞ্চল তব প্রাণ,
সার্থক ধন্য হে ঋষি, তব অবদান!
শহরের দীপ্তিতে ভুল নাই গ্রামখানি,
ছুটে' যাও মমতায় অমৃতধাম মানি'!
সমাজের ছোঁয়াছুঁয়ি—ধর্ম্মের ব্যভিচার—
জন্মের দম্ভেতে কর্ম্মেরে অবিচার—
মানবের ব্রহ্মেরে ঈর্ষার ঘৃণ্য বাণ
তব বীর হুঙ্কারে লুটে ভূমে ছিন্নপ্রাণ।
খদ্দর প্রচারের ব্রতে বরি' শ্রদ্ধায়
সম্বল-সঞ্চয় অর্পিলে সব তা'য়।

সন্ন্যাসী নহ তুমি—মহারাজ-অধিরাজ,—
সিংহাসন তব রাজে কোটি কোটি হৃদিমাঝ !
স্বাতন্ত্র্যের পুরোহিত—চিরদ্বেষী ভিক্ষার—
গোলামির তীব্র অরি—ঋত্বিক্ শিক্ষার !
সুনির্ম্মল শশী তুমি রজনীতে তমসার—
হে প্রেমিক, নেতা, গুরো, লহ আজি নমস্কার !
শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভরপুর বাঞ্ছায়
শ্রীচরণ পূজিবারে হে দেবতা, মন চায় ;—
কতরূপ উপচারে পূজে কত ভক্তজন,—
অকিঞ্চন অতি—তব মহিমানুরক্ত মন
ভাষাহীন—সুরহীন কোথা পাব বীণা-বেণু ?
আনিয়াছি শ্রীচরণে দীন এ **"সমাজ-রেণু"** !
ছাই আর ভস্ম-ভরা অধমের তুচ্ছ ডালি
ল'বে তুমি মহাদেব,— মনে আশা উচ্চ জ্বালি !

চিরপ্রণত

গ্রন্থকার

নিবেদন

এই পুস্তিকার কাহিনীগুলির অধিকাংশই হিন্দু সমাজের বাস্তব চিত্র—সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কতকগুলি আখ্যায়িকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে সংগৃহীত,—কতকগুলি লেখকের প্রত্যক্ষদৃষ্ট। যদু বাটালির বৃত্তান্তটী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত লেফ্‌টেনাণ্ট্ কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. ডি., আই. এম. এস্ (Retd.) মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। 'জাত-রক্ষা' কবিতার প্রসঙ্গটী 'জাতি-ভেদা'দি প্রণেতা স্বনামধন্য সমাজ-সংস্কারক শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট শ্রুত। আমার লেখনীর অযোগ্যতায় চিত্রগুলি সুপরিস্ফুট হয় নাই। গোলাপ-মল্লিকা-যূথিকা-রজনীগন্ধাপূর্ণ বাণীর কুঞ্জ-কাননে এই কুসুমশোভাহীন নগণ্য তৃণের দ্বারাও স্থানবিশেষে সৌন্দর্য্য-সৃজন হইতে পারে—এই দুরাশায় চিত্রগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল। আখ্যানগুলি সত্য হইলেও সমাজের 'মৌরসী' কর্ত্তৃত্বপ্রয়াসী একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ ব্যক্তির নিকট অপ্রিয় ও অন্তর্দাহকর হইবে,—তাঁহারা দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া রোষকষায়িত নয়নে দৃষ্টিপাত করিবেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুখের বিষয়, হিন্দু সমাজে আচারের নামে অসংখ্য অবিচার, অত্যাচার ও ব্যভিচার প্রবেশলাভ করিয়া দেশ ও ধর্ম্মের যে মর্ম্মন্তুদ সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—তাহার প্রতি দেশের হৃদয়বান্ সন্তান-গণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সমাজের এই সমস্ত দুর্নীতিনির্দ্দেশে এই পুস্তিকা অণুমাত্রও সাহায্য করিলে লেখক চরিতার্থ হইবে। কবিতাগুলির ৪।৫টী ব্যতীত সমস্তই আমার রোগশয্যায় বসিয়া লিখিত এবং শরীরের সেই

দুরবস্থাতেই পুস্তিকাখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। সুতরাং অক্ষমতা ও ত্রুটি পদে পদে হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আমার পরম স্নেহাস্পদ আত্মীয় আয়ুষ্মান্ শ্রীমান্ নিরঞ্জন বিজলী এই পুস্তিকা মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু কলিকাতা ৩৯নং হ্যারিসন্ রোড্ প্রবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দামোদর দাস বি. এ. মহাশয় এই পুস্তকের মুদ্রণকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া এবং সমস্ত প্রুফ্গুলি দেখিয়া দিয়া অতীব উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য। এই পুস্তিকায় ব্যবহৃত ফটো-চিত্রগুলি কাঁথির লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত সতীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। কিমধিকমিতি।

দোল-পূর্ণিমা, ১৩৩২
ক্ষেমানন্দ কুটীর,
ভাঙ্গনমারি, জনকা পোঃ
মেদিনীপুর।

গ্রন্থকার

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
মাঙ্গলিক	...	১	অস্পৃশ্যতার উপমা	...	৩৮
অস্পৃশ্য	...	৪	সমাজ-ধর্ম্ম	...	৩৮
দেবতা	...	৫	অশুচির নৌকা	...	৪৪
বলরাম	...	৭	জাতি-পরিচয়	...	৪৪
কথিত বৈষ্ণব	...	১০	পারিয়ার আভিজাত্য		৪৫
আভিজাত্য	...	১২	পরীক্ষা	...	৪৬
প্রায়শ্চিত্ত	...	১৩	সামাজিক সত্যনিষ্ঠা	...	৪৮
মৃত্যুবরণ	...	১৫	কূপ রক্ষা	...	৪৯
ভিক্ষুকের ব্রাহ্মণ্য	...	১৫	আচার	...	৫১
মেথরের মান	...	১৭	নির্জলা একাদশী	...	৫৩
প্রতিশোধ	...	১৮	ধোপার দরদ্	...	৫৬
সদন কসাই	...	২৫	ব্রহ্মবাদ	...	৫৭
অধিকার	...	২৭	জাত রক্ষা	...	৫৮
প্রেমিক ও আচারী	...	২৭	প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য	...	৬০
অস্পৃশ্যের আত্মবোধ		২৮	কর্ম্ম-ব্রাহ্মণ	...	৬১
পারিয়া মঙ্গল	...	২৯	বচন ও আচরণ	...	৬৪
ভক্তের জয়	...	৩০	শব-সৎকার	...	৬৬
ভেদজ্ঞান	...	৩৩	রেলযাত্রী	...	৬৭
মানুষ	...	৩৪	ঈশপের গল্প	...	৬৯
বর্ণভেদ	...	৩৭	গান্ধি-মাহাত্ম্য	...	৭২

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
চিত্র ও শাস্ত্র	...	৭৩	সুহাসিনীর অদৃষ্ট	...	৮৩
যদু বাটালি	...	৭৪	আচারের বলি	...	৮৫
বঙ্গ-বধূ	...	৭৬	জাতের বড়াই	...	৮৬
বল্লালী কৌলীন্য	...	৭৮	বাঙ্গালী	...	৮৭
পতিতের মান	...	৭৯	মোরা এ যুগের হিন্দু		৮৯
ঠাকুর দেখা	...	৮০	শূদ্রোদ্বোধন	...	৯৩

ভ্রম সংশোধন

২এর পৃষ্ঠার সকলের নীচের দুইটী অর্থাৎ ২৩ ও ২৪ এর ছত্রগুলি ঐ পৃষ্ঠার সকলের উপরের অর্থাৎ ১ ও ২ এর ছত্র হইবে।

১৫এর পৃষ্ঠায় 'মৃত্যু-বরণ' কবিতার ২এর ছত্রে 'নাহিক' স্থলে 'নাহি' হইবে।

৩৪ „ 'মানুষ' „ ১৬ „ 'রজ্জ' „ 'রজ্জু' হইবে।

৩৫ „ „ „ ২৩ „ 'বাঁশের' „ 'বাঁকের' হইবে।

৪৭ „ 'পরীক্ষা' „ ১০ „ 'বুঝিবা' „ 'বুঝিব' হইবে।

৪৮ „ 'সামাজিক সত্যনিষ্ঠা' ৮ „ 'ছাঁতা' „ 'ছাঁদা' হইবে।

৬২ „ 'কর্ম্ম-ব্রাহ্মণ' „ ৮ „ 'ভগবান্' „ 'ভগবন্' হইবে।

৭২ „ 'গান্ধি-মাহাত্ম্য', ৩ „ 'আশ্রমের কর্ম্ম-পদ্ধতির' স্থলে 'আশ্রমের নিয়মিত কর্ম্ম-পদ্ধতির' হইবে।

সমাজ-রেণু

মাঙ্গলিক

তরণী চলেছি বাহি' ওগো কর্ণধার,
তোমার ইঙ্গিত চাহি' !—ক্ষুব্ধ পারাবার
পলে পলে উঠে গর্জ্জি' ;—তমিস্রা ঝঞ্ঝায়
নয়ন ধাঁধিয়া যায়,—ম্লান নিরাশায়
বক্ষ কাঁপে দুর্ দুর্,—তবু দেখি চেয়ে'
চকিতে তোমার আলো লক্ষ্য মোর ছেয়ে' !
ত্রস্ত জীবনের মাঝে চেতনা-পুলক
দিয়াছে ফুটায়ে' তব করুণা-ঝলক !
আজি বিশ্বরাজ, তব চরণ-সভাতে
এসেছি অক্ষম লয়ে' দীন অর্ঘ্য হাতে !
যুগান্তের বর্ব্বরতা, অন্যায় বিধান,
স্বার্থভরা দাম্ভিকতা, দর্প, অভিমান
ঠেলিয়া তোমার দ্যুতি ফুটেছে মধুর !
অপমান নির্য্যাতিত, দীর্ণ, ব্যথাতুর
আত্মার বেদনামাঝে র'য়েছিল জাগি'
তোমার যাতনা-অশ্রু, ক্ষণেকের লাগি'

মানবের নারায়ণে ঠেলিয়াছে দূরে—
প্রাণহীন উপচার আড়ম্বরে পূরে'
দেবতামন্দির-পীঠ,—বিশুষ্ক উচ্ছ্বাস!
সে কি হৃদয়ের পূজা?—সে যে পরিহাস!
তুচ্ছ কীট মানবের আস্পর্দ্ধা বিষম
করিয়াছে তোমার আসন অতিক্রম!
তোমার আলোক বায়ু সকলের মাঝে
চাঞ্চল্য ফুটায়ে' প্রাণে অবিরাম রাজে;—
কোথা ভেদ?—সৃজনের প্রথম উষায়
প্রলয়পয়োধিজলে তব মহিমায়
অবগাহি' জগতের প্রথম মানব
বিস্ময়ে উঠিল চাহি' করি' অনুভব—
তব শুভ সত্বা যবে—কোথা ছিল ভেদ?
—তারপর ভারতের সেই অবিচ্ছেদ
স্বর্ণময় আদি যুগে ঋষির ওঙ্কারে
সুললিত সামগানে ফুটেছে ঝঙ্কারে
প্রেমের মহিমা শুধু;—ফুল্ল বিশ্ববাসী
শুনেছে প্রেমের গান—বিমুগ্ধ উদাসী।
'অমৃতের পুত্র সবে, ব্রহ্ম নারায়ণ
বিরাজেন সর্ব্বজীবে'—বাণী অতুলন
হইল প্রচার যেথা,—হায়, অবশেষে
সেই বুদ্ধ-শ্রীচৈতন্য প্রেমিকের দেশে
দর্পমূঢ় অন্ধ আঁখি দেখে নাই হায়,—
ধর্ম্ম ও শুচির নামে ঈর্ষ্যা দুরাশায়

ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, অবহেলা, দর্প, অহঙ্কার
বিস্তারি' সহস্র বাহু করিছে সংহার
ভারতের মানবতা—জাতীয় জীবন!
বন্দনীয় হিন্দু আজি নিন্দ্য অভাজন!
আজি শেষ অন্যায়ের স্পর্দ্ধিত বিক্রম,—
তোমার শাসন-দণ্ড অমোঘ নির্ম্মম
উদ্যত উদ্ধত রোষে! মূকের বয়ানে
ফুটেছে বচন প্রভো, তোমার কল্যাণে!
তুচ্ছ আজি উচ্চশির,—ক্ষুদ্র রুদ্র হ'য়ে
ছুটিয়াছে লক্ষ্যপানে উদ্দাম হৃদয়ে।
দীর্ঘযুগ-রুদ্ধ-দ্বার-মোচনে অধীর
দলিত ভুজঙ্গ আজি তুলিয়াছে শির!
লাঞ্ছিতে দিয়াছ তুমি রাজটীকা আনি';
অই শোনা যায় তব পাঞ্চজন্য-ধ্বনি—
রথের ঘর্ঘর রব!—ওগো রাজ-রাজ,
তোমার মঙ্গল নামে বাহিরিনু' আজ
সাধিতে তোমার কাজ—সঁপিতে জীবন,—
বিনিদ্রিত বিরাটের করিতে বোধন!
পরমেশ, দাও শক্তি প্রমত্ত দুর্জ্জয়,—
অন্যায়ের অট্টহাসে না করিতে ভয়!
কি জানি যদি বা যাই কভু পথ ভুলে',—
অবসাদ-মোহ-পাপ হ'তে লও তুলে'!
অবহেলি' দীপ্ত বহ্নি—আলোড়ি' ভূধর—
ঝঞ্ঝা তমিস্রায় ঠেলি'—শুষিয়া সাগর

রহি যেন লক্ষ্যে স্থির—ওগো কর্ণধার,
আজি মোর যাত্রাপথে লও নমস্কার !

অস্পৃশ্য

অস্পৃশ্য কেবা ?—ছুঁয়ে' আছে সবা' বিশ্বরাজ অহর্নিশ ;
ঘৃণিত স্বার্থদর্পিত হ'য়ে নন্দনে ঢেলেছে বিষ !
'পারিয়া'র প্রাণ নহে রে পৃথক সকলে দেশের ভাই,—
মাতার কার্য্য মেথর করিয়া লভিবে কি ঘৃণা ছাই ?
কর্ম্মই বড় কর্ম্মপূজারী পূজ্য সকলের ভবে ;
জন্মের বৃথা তর্কের রোলে শ্রেষ্ঠ কে হ'ল কবে ?
অচল নহে রে জীবনীয় জল শুচিশীল মুচি-স্পর্শে ;—
অপরিচ্ছন্ন হ'লেও ব্রাহ্মণ নহে কভু শুভকর সে !
শাস্ত্র নহে রে সত্যের বাণী—স্বার্থের শুধু সূত্র ;
ছোট নহে কেহ—সকলে বিশ্বজননীর প্রিয় পুত্র।
ছোট সে বিশ্বে—অন্যে যে ভাবে আপনার হ'তে ক্ষুদ্র ;
সকলে ব্রাহ্মণ জন্মে হেথায়,—নহে রে কেহই শূদ্র !
আশার আলোক জ্বালরে পরাণে ভেবোনা আপনা' তুচ্ছ,-
দাম্ভিক জনে অবহেলা করি' সাধরে কর্ম্ম উচ্চ !
সৃষ্টে নিন্দিয়া স্রষ্টারে নিন্দ দর্প-মদ-মূঢ় জন !—
সবার স্পর্শে নির্ম্মল হও—সকলে যে নারায়ণ !

দেবতা

দেবতা আমার
অই যে ক্ষুধায় জীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার !
উপবাস বারোমাস,   নাহি একটুকু বাস
রৌদ্র কিম্বা বরষায় মাথা রাখিবার ;
দাঁড়ায় লোকের দ্বারে   কেহ দেয় ভিক্ষা তারে,
কেহ দেয় তাড়াইয়া করি' মুখ ভার !

দেবতা আমার
অই যে কাতর চির বহি' রোগভার !
ক্ষতেতে রুধির বহে,   দুর্গন্ধ ছুটিছে দেহে,
চলিতে অবশ, চোখে ঝরে অশ্রুধার ;
ক্লেশে অতি ছাড়ে শ্বাস,   জীবনের তৃপ্তি আশ
নিভিয়া পেষিছে যা'রে শেল যাতনার !

দেবতা আমার
অই অন্ধ খঞ্জ যা'রা অক্ষম সবার !
বিধাতার দান হ'তে   বঞ্চিত যে এ জগতে,
নয়নচরণ যা'র বহা মাত্র সার ;
অন্যের করুণা ছাড়া   বাঁচিতে পারে না যা'রা,
বিশ্ব যাহাদের কাছে চির অন্ধকার !

দেবতা আমার
অই লোল চর্ম্মে ঢাকা বৃদ্ধ কদাকার!
জরায় কাঁপিছে দেহ, নাহিক স্বজন কেহ
সময়েতে অন্ন দু'টী মুখে ধরে তা'র;
লাঠিটী ঠেকায়ে ভূ'য়ে অতি কষ্টে চলে নু'য়ে,
দু'পা যেতে হাঁস্‌ফাঁস্ প্রাণের মাঝার!

দেবতা আমার
অই যে বাপ-মা-হারা খুঁজে স্নেহধার!
কেহ নাই যত্ন নিতে, আকুল অধীর চিতে
ছুটিয়া বেড়ায় চাহি বাণী সান্ত্বনার;
অপরের বাপ-মা'য় লোলুপ দৃষ্টিতে চায়
স্নেহসুধাতরে ফেলি নয়ন আসার!

দেবতা আমার
অই যে জননী মোর—লাঞ্ছিতা অপার!
লজ্জায় অবশ প্রাণ,— লম্পটের অভিযান
ধর্ষিত ক'রেছে যা'রে পশুবলে তা'র;
সমাজে নাহিক স্থান,— অবজ্ঞা ও অপমান
ক'রেছে জীবনভার দুর্ব্বহ যাহার!

দেবতা আমার
সহে যা'রা সমাজের সদা অত্যাচার !
অধম পতিত যা'রা হ'য়ে অধিকার হারা
পশুর অধিক সহে গ্লানি-ব্যভিচার ;
অবজ্ঞায় অবহেলি' দূরে যাহাদের ঠেলি'
দেয় অন্ধ আভিজাত্য করি অহঙ্কার !

দেবতা আমার
সব চেয়ে কৃপাপাত্র যা'রা বিধাতার !
সংসার যা'দের পানে ভ্রমেও না দৃষ্টি হানে,—
যা'দের জীবন মৃত্যু নহে ধরিবার ;
সবে এরা নারায়ণ, ধন্য হ'ক্ এ জীবন
কায়মনে সেবা সদা করি' সবাকার !

বলরাম

নদীয়া জেলায় বাড়ী বলরাম হাড়ি,
—প্রাণে তা'র সাধুতা অতুল ;
পরমার্থপিপাসায় গৃহজন ছাড়ি'
ফিরে সদা হইয়া ব্যাকুল।



খুঁজিয়া বেড়ায় গুরু,—কিন্তু হাড়ি জাতি,—
দীক্ষা দিতে কে করিবে মন ?
অতি কষ্টে মিলে এক সাধুর সঙ্গতি,
শিষ্য তা'রে করিল সে জন।

দাসের মতন ফিরে সন্ন্যাসীর সাথে
বলরাম থাকি' দূরে দূরে ;
হাড়ির পরশ হ'তে সদাই তফাতে
গুরু রহে শুচিতায় পূরে'।

একদিন রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্ন বেলায়
শিষ্য চলে গুরুদেব সাথে,
পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে বসে দু'জনায়
ছায়াস্নিগ্ধ অশ্বত্থ তলাতে।

দূরে দূরে দু'জনায় পৃথক আসন
হেলাইয়া করিছে বিশ্রাম ;
শ্রান্তি দেহে সুধা ঢালে মৃদু সমীরণ,
আনমনে ভাবে বলরাম।

রুদ্ধ হ'ল চিন্তাস্রোত,—গুরুদেবে ডাকি'
শিষ্য কহে ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস—
"গুরুদেব, এই রবি—বহ্নিতেজ মাখি'
তপ্ত করে ধরণী আকাশ,—

"ভেদ করি' উচ্চ নীচ আপনা আমায়
সে ত' কভু হয় না প্রখর ?
এই ছায়া—স্নিগ্ধ করে যাহা আপনায়,—
মোরে করে নাত' অনাদর ?

"এই বায়ু জুড়াইছে আমারে যেমন,—
আপনারে তেমনি জুড়ায় ;
হাড়ির পরশ কভু ভাবি' অশোভন
বঞ্চিত সে করে না আমায়।

"এই পাখী সুধা ঢালে কর্ণে আপনার,
মোর প্রতি নয় ত' বিরূপ ?
তবে কেন শিষ্য বলি' করিয়া গ্রহণ
করিয়াছ এমন বিদ্রূপ ?"

গুরু রহে নিরুত্তর ; শিষ্য পুনঃ কয়
"মানবের স্বার্থ এই ক্রূর—
আপনারে উচ্চ ভাবা ;—বুঝেছি নিশ্চয়
প্রভু কা'রে না ভাবেন দূর !"

"মোর গুরুযোগ্য, তুমি নহ"—এত বলি'
সদাপ্রভু উদ্দেশে সে ধায় ;
কত জন কালে তা'র সাধুতায় ভুলি'
শিষ্য হ'য়ে চরণে লুটায়।

কষিত বৈষ্ণব

রাজা অতি হরিভক্ত বৈষ্ণবসেবক,—
নিয়ম তাঁহার
নিত্য সেবি' বৈষ্ণবের চরণ-উদক
করেন আহার।

একদিন বেলা যায়,—অতিথি-বৈষ্ণব
মিলিল না আসি',—
বিমর্ষ সে রাজপুরে উঠে কলরব,—
রাজা উপবাসী।

সহসা হইল লক্ষ্য চর্ম্মকার এক
চামড়া মাথায়—
অঙ্গে তুলসীর মালা—তিলকাভিষেক
—পথে চলে যায়।

রাজা তা'রে আহ্বানিয়া লইল সম্মানে
পাদোদক তা'র ;
পুরী-মাঝে লোকজন রাজার বিধানে
করিল ধিক্কার !

কাণাকাণি করে সবে বিস্ময়ে অধীর
পাত্রমিত্র দল,
ঘৃণ্য চামারের পায়ে লুটাইল শির
রাজা কি পাগল !

কিছুদিন গত, রাজা সেই চর্ম্মকারে
কহিলেন ডাকি'—
'আমার সভায় আনো সভ্য চর্ম্মভারে
মস্তকেতে রাখি !'

চামার করিল তাহা,—বস্ত্র দিল নাকে
সভাস্থ সকলে ;
হুঙ্কার করিয়া কেহ 'দূর' 'দূর' হাঁকে
'রাম' 'রাম' বলে' !

নিভৃতে ডাকিয়া রাজা কতদিন পরে
বলেন চামারে,—
"সেই চামড়ায় গড়ি' আনহ সুন্দর
পাদুকার ভারে।"

চর্ম্মকার একদিন পাদত্রাণগুলি
আনিল সভায় ;—
কাড়াকাড়ি করে সবে হস্তদেশে তুলি',—
কিনিবারে চায়।

রাজা বলে 'একি কর,—চর্ম্ম একি নহে ?
হ'য়ে এস শুচি !'
'চর্ম্ম বটে, কষিত এ' সভাসদ্ কহে,
'গ্লানি গেছে ঘুচি !'

রাজা বলে 'শুন সবে,—লুটাইনু' শির
মুচীর চরণে,
তোমরা করিলে লক্ষ্য অবজ্ঞার তীর,
হাসিলে গোপনে!

হরিভক্তি প্রেমে সেই ঘৃণিত চামার
হ'য়েছে কষিত;
সে দিনের ঘৃণ্য চর্ম্ম আজি যে প্রকার
হ'তেছে নন্দিত!'

আভিজাত্য

রাজ-অভিষেকে কাঙ্গালী ভোজন,
দরিদ্রের কোলাহল;
করিয়া পংক্তি কতরূপ জাতি
ভুঞ্জিছে অন্নজল।

বিশুয়া মেথরে—আয়োজনকারী
বলিলেন—'বিশুরাম,
ছুষ্ট পাত করহ মুক্ত—
পাইবে যোগ্য দাম!'

নতমুখে বিশু হাত যুড়ি' কয়
'কর গো কর্ত্তা মাপ,
ছত্রিশ জাতির এঁটো পাত আমি
নারিব করিতে সাফ !

মোড়ল মোদের ঠেকাবে সমাজে
দিবে একঘরে করি'
যত টাকা দাও—কিম্বা লও মাথা,
পারিব না পায় ধরি !'

রহস্যই বটে !—ছত্রিশ জাতির
মল সাফে নাহি দোষ,
উচ্ছিষ্ট মোচনে উপজিবে শুধু—
সমাজপতির রোষ !

প্রায়শ্চিত্ত

[শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত]

ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ সুবুদ্ধি রায়
ফাঁপরে পড়িল অতি,
জল খাওয়াইয়া নৃপতি হোসেন
মারিল তাহার জাতি।
প্রায়শ্চিত্তবিধান-উদ্দেশে
দুঃখ-আবেগে ফিরে দেশে দেশে—
কোশল, কাঞ্চী, দ্রাবিড় মিথিলা,
অবন্তী ও দ্বারাবতী।



'গুরু অপরাধ, 'নিস্তার নাহি'
　　　　পণ্ডিতেরা সব বলে,—
'জীবনদণ্ডব্যতীত ইহাতে
　　　　অন্য বিধি না চলে।'
'গলিত স্বর্ণ রৌপ্য ভক্ষণে
অথবা তপ্ত গোময় সেবনে,'—
কেহ বলে 'প্রাণ কর বিসর্জ্জন
　　　　দগ্ধ হ'য়ে তুষানলে!'

বারাণসী গিয়া সুধায় পণ্ডিতে
　　　　প্রায়শ্চিত্ত বিধি লাগি';
তা'রা কহে, 'খেয়ে ঘৃত সুতপ্ত
　　　　হইবে জীবন-ত্যাগী!'
প্রাণের মায়ায় কাঁদিয়া বিধুর
শুনিল সুবুদ্ধি বারাণসীপুর
আসিছেন প্রভু শ্রীচৈতন্য,—
　　　　আশা মনে উঠে জাগি'!

পণ্ডিতকুল-মুকুট-রত্ন
　　　　দয়াল নিমাই পায়
লুটা'য়ে পড়িল উপায়ের লাগি'
　　　　আকুল সুবুদ্ধি রায়।
নিমাই বলেন 'যাও বৃন্দাবন,
নিরন্তর কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন,
অপরাধ তব হইবে খণ্ডন,
　　　　শুধু নাম মহিমায়!'

মৃত্যু-বরণ

মেয়েটী হ'ল বয়সে বড় ভাবেন পিতা অতি
সম্বল যে ভিটাটী শুধু—ধনের নাহিক রতি !
হাজার-কমে মিলে না বর,—পিতার অশ্রু বহে ;
ভিটাটী শুধু আটক ছাড়া উপায় নাহি রহে !
পুরুষ কত চরণপূত ভিটাটী দায়ে যাবে,—
বাবা ও মা'র অপার ব্যথা বালিকা হেরি' ভাবে,-
'দিব না হতে আপদ হেন—আমার লাগি' কভু,
অবোধ মোর অবশ বুকে শকতি দাও প্রভু !'
পরণবাস সিক্ত করি ঢালিয়া কেরোসিন
অনল কোলে মরণ বরে বালিকা একদিন !
মরণ দিয়া করিল জয় সমাজ-ব্যভিচার ,—
সরমহীন সমাজে ধিক্—তবুও নির্ব্বিকার !

ভিক্ষুকের ব্রাহ্মণ্য

'ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ হেথা করিব গো স্নান !'
অর্থাৎ খাবেন দুটী ;— দ্বারেতে এলেন যুটি'
কাটখোট্টা ষণ্ডা এক ভিখারী যোয়ান্ !
ময়লা অপরিচ্ছন্ন নোংরার অগ্রগণ্য,—
হয়ত' কুৎসিত ব্যাধি র'য়েছে গোপন !
দোক্তা তাম্বুল রস ওষ্ঠে বহে টস্ টস্,
পরিধেয় ধরিয়াছে মসীর বরণ !

ঝুলিটী নামায়ে' কেসে' চৌকিতে বসে ঠেসে' ;
—ভিক্ষার তালুকে তাঁর আমি যেন প্রজা !
বলিনু, 'ক্ষুধাটী বটে ব্রাহ্মণের এক চটে,
গৃহস্থের ধর্ম্ম শুধু বহা সেই বোঝা !
অন্যের ক্ষুধার মূল্য নহে ব্রাহ্মণের তুল্য ;
মরুক্ ক্ষুধার্ত্ত শূদ্র অধম মানুষ !
উপবীত চাপরাস্ আঁটিয়া করিছ গ্রাস
নিরীহের ক্লেশার্জ্জন—ভুলিয়া পৌরুষ !
এমন যোয়ান্ খাঁটি— কুড়েমির বাদশাটী,
অবমান কর নিত্য বিধাতার দান,
শ্রমে মানি' অবজ্ঞার ভিক্ষা করিয়াছ সার,—
ভাবিয়াছ শ্রম চেয়ে ভিক্ষাতেই মান !'
ব্রাহ্মণ শুনিয়া বলে, 'জনমি ব্রাহ্মণকুলে
মজুরী করিতে যাব দ্বারেতে কাহার ?
লজ্জা কিসে ?—শাস্ত্রে কয়, 'লাখ্ টাকা যদি রয়
তথাপিও ব্রাহ্মণ সে ভিখারী ধরার' !"
'শাস্ত্রে তব দিনু' ছাই, কিছুমাত্র হবে নাই
এই স্থানে,—চলে' যাও অন্য যেথা মন !'
উপবীত যুক্তকর রাখি' মোর শিরোপর
লোভে তবু 'অং-বং' উচ্চারে ব্রাহ্মণ !
'কেন কর বাড়াবাড়ি' গা'র গন্ধে ছিঁড়ে নাড়ী,
স'রে যাও—হবে না'ক বলিনু ফুকারি' ;
ব্রাহ্মণ নিরাশে চলি', বলে, 'বটে ঘোর কলি,
ব্রাহ্মণের গা'য় গন্ধ !—কোথা দর্পহারি !'



বিড়্ বিড়্ করে' যায় সগরবংশের প্রায়
অভিশাপি' কোপানলে বংশ ধ্বংস মোর !
নিদাঘের বেলা বাড়ে, 'চোক্-গেল' ডাক্ ছাড়ে,—
আমি বসে' ভাবিতেছি, 'সত্য কলি ঘোর !'
ব্রাহ্মণ মেখেছে মাটি তবু বল 'পরিপাটি,'
নতুবা পাতকী হবে—শাস্ত্রের লিখন ;
জন্মের মাহাত্ম্য ঘোষে' এইরূপে রক্ত শোষে
সমাজের 'ভ্যাম্পায়ার্'* কলির ব্রাহ্মণ !

মেথরের মান

বুড়া রামধনী মেথরেরে
জিজ্ঞাসিনু' একদিন,—
'কি করে' সাধিস্ রে ভাই,
তোর এই কাজ হীন ?
বুড়া হেসে' বলে, 'বাবু গো,
মোরা ভাবি এই মনেতে—
'মোদের ছেলেও মেয়ে সব
—যত লোক এ ভুবনেতে !
ছেলের মলটী নিতে তুলে'
ঘৃণা কি আসে কভু মা'র ?'
বিস্ময়ে মৌন চেয়ে' রয়ে'
মেথরে দিনু' নমস্কার !

---

* Vampire

প্রতিশোধ

বেলা যায় নিদাঘের, বন্ধুগণসনে
জমিদার রামবাবু সমীর সেবনে
উদ্যানে গেছেন চলি' যুড়ি আরোহিয়া,
বহির্দ্বারে জানালায় উৎসুক চাহিয়া,—
জনকের ফরাসেতে হেলায়ে' শরীর
হেরিতেছে পুত্র তাঁর জনতা অধীর
কল্লোলিত রাজপথে ;—বালিশে বাবুর
নিস্পন্দ ঘুমায় পড়ে' বিলাতী কুকুর
আদরের 'টেবি'কান্ত ; হেনকালে তা'র
সহপাঠী গণেশচরণ ও পাড়ার
পড়িল দৃষ্টির পথে,—প্রীতির আহ্বানে
দরিদ্র তিওর-পুত্র দ্বিধাহীন প্রাণে
ম্লান, জীর্ণবাসে ঢাকা—পাদুকাবিহীন
দুগ্ধশুভ্র-ফরাসেতে হইল আসীন।
সারল্যের প্রতিচ্ছবি দেবেন্দ্রকুমার
সুহৃদেরে বসাইয়া পার্শ্বে আপনার,—
ভুলেও সম্পদ্-গর্ব্ব না স্মরিয়া মনে
মত্ত সহপাঠিসহ প্রীতি-আলাপনে।
কত কথা! ফাঁক দিয়া মুক্ত জানালার
জ্যোৎস্নার ম্লান জ্যোতি বদনে দোঁহার
করিতেছে খেলা ; সন্ধ্যা হ'ল অবসান,
আরতির শঙ্খ ঘণ্টা হ'য়ে এল ম্লান।



হেনকালে সান্ধ্যবায়ু করিয়া সেবন
ফিরিলেন রামবাবু ভবনে আপন—
চাঞ্চল্য জাগায়ে' দিয়ে ভৃত্যদল মাঝে ;
—সহসা পড়িল দৃষ্টি ফরাসেতে রাজে
'নীচ' তিওরের পুত্র।—অশনি-গর্জ্জনে
"এত স্পর্দ্ধা বেটা তোর,—ফরাস আসনে
হীন অপবিত্র ঘৃণ্য তুই ছোট জাতি !—"
হাঁকিলেন ক্রোধদীপ্ত ; জুতাশুদ্ধ লাথি
বালকের পৃষ্ঠদেশে স্থানে ও অস্থানে
হইল সঘন বৃষ্টি,—ব্যথাতুর প্রাণে
বালক হারাল সংজ্ঞা,—কোমলাঙ্গে তা'র
ছুটিল শোণিত-স্রোত দর্ দর্ ধার !

অধিক হইল রাত্রি, না হেরি, গণেশে
প্রত্যাগত কুটীরেতে,—ছুটিল উদ্দেশে
বিধবা পিসিটী তা'র,—মা-বাপহারায়
রেখেছে যে এতদিন আবরি' মায়ায়।
অচিরে জানিল পিসী জমিদারদ্বারে
অন্ধের নয়ন-মণি মূর্চ্ছিত প্রহারে !
শোকেতে হৃদয় ফাটে !—বিলুপ্ত-চেতন
বালকে আনিল গৃহে ; পিসীর যতন—
স্নেহ শুশ্রূষার গুণে বাঁচিল সেবার
বালক গণেশ,—বেশী দিন কিন্তু আর

আভিজাত্য-গৌরবের পাপ আস্ফালনে
বৃথা আত্ম সমর্পিয়া শঙ্কাহীন মনে
থাকিতে নারিল তা'র ভাইপো'রে ল'য়ে,—
যে দিকে নয়ন যায়—ব্যথিত হৃদয়ে
জীবনের পুণ্যতীর্থ জীর্ণ ভিটাখানি
ত্যজিয়া চলিল হায়, খিন্ন দু'টী প্রাণী !
সেদিন চালের পরে লাউডগাগুলি
ব্যথায় কাঁপিতেছিল ; ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি'
গণেশের আদরের বিড়াল শিশুটী
করুণ চাহিয়াছিল ;—শ্রান্ত ঘুঘু দু'টী
সজিনার ডালে বসি' ছেড়েছিল শ্বাস,
—হুহু করে বৈশাখের প্রতপ্ত বাতাস !

দশটী বরষ গত ; ধরণীর পরে
পরিবর্ত্তনের স্রোতে কালের সাগরে
মিশেছে বুদ্বুদ্ কত ;—কত অভিনব
জাগিয়াছে স্নিগ্ধ আশা ;—যৌবন পেলব
বাল্যের তারল্য মাঝে উঠিয়াছে ফুটি',
শোক-ঝঞ্ঝা কত হাসি দিয়াছে গো টুটি' !
যৌবন-পুলকভরা দেবেন্দ্রকুমার
কলেজের ছাত্র আজি,—বিদ্যার্জ্জনে তা'র
অদম্য উদ্যম লয়ে' করিতেছে বাস
দূর রাজধানীমাঝে পূরিত-উল্লাস।



একদিন গৃহ হ'তে এসেছে খবর
মাতার ব্যারাম তা'র,—তবে গুরুতর
নহে ; লিখেছেন পিতা 'নাহি দরকার
পরীক্ষার সময়েতে গৃহে আসিবার।'
গুরুতর না হ'লেও অসুখ ত' বটে !
মাতৃস্নেহে আত্মহারা হৃদয়ের তটে
বাজিল প্রবল ঢেউ ;—দিন দুই তরে
দেবেন্দ্র করিল যাত্রা বিলম্ব না করে'
নাকে মুখে গুঁজি' দু'টী,—গৃহপানে তা'র ;
সন্ধ্যায় হরিশগঞ্জে লাগিল ষ্টীমার।
গঞ্জ হ'তে ষোল ক্রোশ দেবেন্দ্রের গ্রাম,
প্রাতে যাবে অশ্বযান ;—করিল বিশ্রাম
মুদীর দোকানে এক দেবেন্দ্রকুমার ;
তৈলপক্ক 'দুর্লভ' মিষ্টান্নে সেথাকার
নিভা'য়ে জঠর-জ্বালা, শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে
ঘুমায়ে' পড়িল যুবা মুদীর আলয়ে !
রাত্রি দ্বিপ্রহর শেষ ; লিপি বিধাতার,—
ভীষণ কলেরা রোগে দেবেন্দ্রকুমার
আক্রান্ত সহসা এই নিঃসঙ্গ বিদেশে,—
কে করে শুশ্রূষা তা'র কাল রোগ-ক্লেশে !
সহসা পড়িল মনে,—ত্যজিয়া গ্রামের
ভিটাখানি ব্যথাহতা পিসী গণেশের
বাস করে এই গঞ্জে ভাইপোরে ল'য়ে ;—
মুদীরে কহিল ডাকি' কাতর বিনয়ে

সংবাদ জানাতে তা'রে ; বাল্য সহপাঠী,—
কি জানি জাগে গো যদি তা'র করুণাটী !

জমিদার-নির্য্যাতিত ভিটাখানি ছাড়ি'
নিকটেই ভিক্ষা-দুঃখে ক'রেছিল বাড়ী
পাতার কুটীরখানি বিধবাটী আসি' ;
ভাইপো লিখিয়া খাতা ঠিক্ পাশাপাশি
বস্ত্রের দোকানে পেত মাসিক বেতন,—
চলে' যেত কষ্টে সৃষ্টে ভরণ-পোষণ।
মুদীর মুখেতে শুনি' বিপদ-সংবাদ
দেবেন্দ্রের,—ভুলে' গিয়ে লাঞ্ছনা-বিষাদ,
দুইজনে অচৈতন্য দেবেন্দ্রকুমারে
আনিল বুকেতে বহি' ; ভুলি' নিদ্রাহারে
প্রাণপণে দু'জনায় সেবা করে তা'র ;
ডাক্তার আনিল ডাকি' করি' বিধবার
তৈজস ও অলঙ্কার সাদরে বিক্রয়।
দুই দিন পরে ক্ষীণ চেতনা উদয়
রোগাহত দেবেন্দ্রের ; কহিল ডাক্তার
'বাঁচিলে বাঁচিতে পারে,—এখনো শঙ্কার
কারণ র'য়েছে বহু' ; এদিকে গণেশ
দেবেন্দ্রের পিতৃদেবে করিয়া উদ্দেশ
কেঁদে কেটে ডাকযোগে জানাল সংবাদ,
পাইল অন্তরে সবে বিষম বিষাদ

পত্র পেয়ে',—আতঙ্কিত ক্রন্দনের রোলে
মগ্ন জমিদার বাড়ী ; রোগশয্যা-কোলে
সংজ্ঞাহীনা মাতা শুনি' অশুভ বারতা ;
চিকিৎসক—বন্ধুজন—ভৃত্যের জনতা
লয়ে' ধায় রামবাবু দেবেন্দ্র যেথায়,—
কত পূজা মানসিক করে' দেবতায়।

চারিটী দিবস গত ;—দেবেন্দ্র কুমার
নির্ম্মম ব্যাধির সনে যুঝি' অনিবার
আজি যেন একটুকু লভিয়া সুস্থতা
ক্ষীণস্বরে কহিবারে দু'একটী কথা
পারিয়াছে আকুলিতা পিসীমার সনে,
আশার আশ্বাসে পূরি' যুবকের পানে
স্নেহভরা আঁখি দু'টী, অনিমিখ্ চেয়ে'
আগুলি' র'য়েছে পিসী দেবত্বে ভরিয়ে।

বেলা দ্বিপ্রহর ; লোকজন দাস দাসী
লয়ে' দেবেন্দ্রের পিতা উপস্থিত আসি'
গণেশের কুটীরেতে,—ভাই পো'রে ল'য়ে
ত্রস্তে পিসী সরে' গেল জমিদার ভয়ে
অন্তরালে,—'অপবিত্র' তা'দের পরশ
পাছে করে মন তাঁর ঘৃণায় বিবশ !
ঝাড়া-পোছা তকৃতকে শুষ্ক ঘরখানি,
অঙ্গনে তুলসীমঞ্চ,—মলিনতা-গ্লানি

লেশ নাহি কোন দিকে,—পূত পরিষ্কার
দেবমন্দিরের মত ; দেবেন্দ্র কুমার
শায়িত কুটীরমাঝে ; হইল সাক্ষাৎ
পিতাপুত্রে ;—উচ্ছ্বসিত স্রোতে অশ্রুপাত-
স্নেহ-সম্ভাষণমাঝে সমস্ত বারতা
জানিলেন রাম বাবু,—মহত্ত্বের কথা
গণেশের,—একাগ্র শুশ্রূষা বিধবার।
লজ্জাহত কৃতজ্ঞতাপ্লূত জমিদার
ডাকিলেন গণেশ ও তা'র পিসীমা'য় ;
উদ্দেশে প্রণাম করি' বিধবার পায়
বলিলেন অশ্রুভরে—'মানব ত' নহ,
তোমরা দেবতা ! অপমান দুবিসহ
ক'রেছিনু' তোমাদের, এতদিনে তা'র
প্রতিশোধ তুলিয়া লইবে এ প্রকার—
কে জানিত ! তোমাদের করে' বিসর্জ্জন
গ্রাম হ'তে দেবতায় ক'রেছি বর্জ্জন !
আজি ক্ষম অপরাধ'—চল ফিরে' দেশে,—
দেবেন্দ্রে'র মত আমি ভাবিয়া গণেশে
স্নেহের সন্তান রূপে,—আভিজাত্য-পাপ
চূর্ণ করি' ঘুচাইব প্রাণের সন্তাপ !
তোমরা ত' হীন নহ,—অন্তরে বাহিরে
ব্রাহ্মণত্ব তোমাদের রহিয়াছে ঘিরে' ! '
পিসীমা গণেশ মূক—অশ্রু ডাকে বাণ ;
তরুশিরে সন্ধ্যারবি হ'য়ে আসে ম্লান।

সদন কসাই

[ভক্তমাল]

সদন কসাই ;
মাংস করিত কেনা ও বেচা সে বটে,
কিন্তু বলে' তা'ই
করিত না পশুহত্যা নিজ হাতে মোটে।
ছিল প্রাণ তা'র হরি-প্রেমে ভরা,
অন্য কসা'য়ের হাতে বধ করা
মাংস লইয়া বিক্রয় করি' জীবিকাটী তা'র ঘটে।

করিত ওজন
ছোট বড় পাথরের ভগ্ন খণ্ডগুলি
করিয়া স্থাপন ;—
দিত তা'য় শালগ্রাম শিলা এক তুলি'।
অস্ফুট গুঞ্জনে গাহি' হরিনাম,
পাল্লায় তুলি' দিত শালগ্রাম,
সদা-প্রফুল্ল করিত তৌল বিষাদের লেশ ভুলি'।

সাধু এক হেরি'—
মাংস পরিমাণে শালগ্রাম শিলা ধরে
তুলাযন্ত্রোপরি ;
বিস্ময়ে বলে, "কি কর কসাই ওরে,
নির্ব্বোধ তব নাহি কোন জ্ঞান,
নারায়ণ শিলা কর অপমান!
—দাও মোরে ওটী করিব অর্চ্চনা শোধন পবিত্র করে'



শালগ্রামে আনি'
স্নাত করি' পঞ্চগব্যে,—ভোগরাগ সনে
পূজা অনুষ্ঠানি'—
সাধু ভাবে,—'তুষিলাম প্রভু নারায়ণে।'
অন্তর্যামী তা'য় হাসিলেন শুধু,
তন্দ্রার মাঝে শুনিল সে সাধু
দিব্য জ্যোতির্ম্ময় শ্যামসুন্দর বলিছেন মধুস্বনে,—

'আনিয়া আমায়
শুষ্ক ধ্যান-জপ-পূজা-আড়ম্বরমাঝে
বাঁধিবে হেথায় ?
বৃথা এই চেষ্টা তব বক্ষে মোর বাজে,
সদনের প্রাণভরা নামগান
দিত ঢালি' মোরে যে সুখ মহান্,—
দিতে নারে কভু সে সুখ তোমার শুষ্ক এই অর্চ্চনা যে !

'সদন যখন
গুন্‌গুন্ গাহি' নাম ভক্তিভরপুর
করিত গুঞ্জন,—
ভুঞ্জিতাম ঝুলনের আনন্দ মধুর !'
বিস্মিত সাধু সদন কসা'য়ে
দিল শালগ্রামশিলাটী ফিরা'য়ে,
প্রেমে গদ্‌গদ্ সদন বলিল—'এ যে গো করুণা প্রভুর !'

অধিকার

লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয়-বৈশ্য অনাচরণীয় যা'রা,—
উচ্চ সমাজে অচল তা'দের জল এই ভেবে সারা!
মহাপ্রাণ এক ব্রাহ্মণ কহে—'আমি ত' খাইনু, জল
তোমাদের হাতে,—তোমরা এবার দেখাও হৃদয়-বল!
তোমাদের চেয়ে' সমাজের ধাপে হীন যাহাদের স্থান—
শুচি পরিচ্ছন্ন দেখে' তাহাদের জলটী করহ পান!'
সমাজ বলিল, 'তা' কি হ'তে পারে?—হয় কি কখনও চল
হাড়ি মুচী ডোম দোসাদ্ তিওর কাওরার ছোঁয়া জল!'
স্বার্থান্ধ যা'রা নিতে চায় শুধু—দিতে শক্তি নাহি হায়!
অপরের চোখে অঙ্গুলি দিয়ে নিজ দোষে নাহি চায়!

প্রেমিক ও আচারী

তখনও কিরণ জানালার পথে খেলে নাই লুকোচুরি,
পল্লীবালার কাঁকন-ঝননে জাগেনি' ঘুমানো পুরী।
তখনও কোকিল ছাড়ে নাই বাসা আলসে তুলিছে সুর,
তখনও ভ্রমর পশিয়া কুঞ্জে গুঞ্জেনি' প্রেম মধুর।
ব্যস্ত কাজেতে মধু মুচী ধায়—চৌমাথার কাছে দেখা,—
মহা নিষ্ঠাবান্ ধরণী শর্ম্মা গর্ব্বে উড়ায়ে' শিখা,
যান গঙ্গাস্নানে কমণ্ডলু হাতে—উপবীত কাণে গোঁজা,
—ভোরের আঁধারে মুচী ও ব্রাহ্মণে ঠোকর লাগিল সোজা!



'রাম! রাম! রাম!' স্মরেন শর্ম্মা শিরে করি' করাঘাত,
'পবিত্র ব্রাহ্মণে করিলি স্পর্শ—অন্ত্যজ ছোট জাত্!'
কমণ্ডলু ছুঁড়ে' নৈষ্ঠিকবর—মধুসূদনের পিঠে
করিল প্রহার,—দরদর-ধারে শোণিতের ধারা ছুটে!
পরম-বৈষ্ণব মধু হেসে' গায়—'আয় পাপী তাপী তোরা,
জাতের বিচার করে না মোদের প্রাণের ঠাকুর গোরা!'
আচারী শর্ম্মা হেরিল বিস্ময়ে—'মধু'র রক্তরেখা
গৃহ-বিগ্রহ শ্রীনারায়ণের পৃষ্ঠেতে যায় দেখা!

অস্পৃশ্যের আত্মবোধ

ব্রাহ্মণ তৃষার্ত্ত হ'য়ে মাঝিরে চাহে জল,
মাঝি কহে হাত যুড়ি' অশ্রুতে ছলছল—
'ক্ষম অপরাধ প্রভু, আমি যে হীন দাস,
আমারে চাহিয়া জল কেন গো উপহাস?
পূর্ব্ব জন্মে সেধেছিনু' কি মহাপাপ ঘোর,
তা'ই নীচ জাতিকুলে জনম হ'ল মোর!
আবার তোমারে জল দিয়া কি দুঃখ নব
বরিব ধরণীতে?—যাচি গো ক্ষমা তব!'
অন্যে তুচ্ছভাবে তাহা যদি গো সহা যায়,
আপনারে নীচ ভাবা—বিচিত্র দৃশ্য হায়!
পুণ্যের ভারতভূমি—পাপীর আন্দামান,
ধরার পাতকী সব লভিছে হেথা স্থান!

পারিয়া-মঙ্গল

মাদ্রাজের পারিয়ারা সব
ঘৃণা সহে নিস্পন্দ নীরব ;
'উচ্চ'দের অহঙ্কারে পথেতে চলিতে নারে—
পাছে 'উচ্চ'জাতি-দেহ-ভাগে
পারিয়ার ঘৃণ্যস্পর্শ লাগে !

'উচ্চ'দের কূপ-সরোবরে
না পারে যাইতে জল-তরে ;
বিত্থালয়ে নাহি স্থান, পথে চলে করি' গান,
অথবা বাজায়ে' উচ্চে বাঁশী—
আপনার গমন প্রকাশি' !

'রামানুজ,' 'বেঙ্কট,' 'শঙ্কর,'
'উচ্চ'দের নাম শুভঙ্কর ;
'সাপ,' 'ব্যাং' 'ছুঁচো' 'কেন্ন,—পারিয়ার নাম ঘৃণ্য ;
বারোহাত মধ্যে যদি আসে
'উচ্চ'দের কৌলীন্য সে গ্রাসে !

উদ্দীপিত শিক্ষার গৌরবে
'উচ্চ'দের যুবকেরা সবে
একদিন দলে দলে পারিয়া-পল্লীতে চলে,
পারিয়ার নর-নারী সাথে
বাহিরিল মুক্ত রাজপথে !

পারিয়ার কচি ছেলে-মেয়ে
আঁকড়িয়া বুকে কাখে ল'য়ে
চলিল যুবকদল করি' উচ্চ কোলাহল,—
মুক্তির সঙ্গীত গাহি' সুখে ;
পারিয়ার অশ্রু ভাসে বুকে !

হেথায় কর্ত্তার দল সবে
বিস্ময়েতে শুনিলেন যবে
তাঁহাদের বংশধর ধরিয়া পারিয়া-কর
চলিয়াছে রাজপথে ঝাঁকে,—
'ঘোর কলি,' 'ধর্ম্ম গেল' হাঁকে !

ভক্তের জয়

[ভক্তমাল]

রুইদাস 'হীন' মুচী,—
ছিল সে প্রভুর ভক্ত পরম
প্রেমী সুচরিত শুচি ;
মন্দির চারু করিয়া গঠন
নারায়ণ শিলা করেছে স্থাপন,
সেবা করে সদা সাধু মহাজন,—
জীবে দয়া—নামে রুচি ।

নগরে রাজ্যে হ'য়েছে রাষ্ট্র
মুচী পূজে শালগ্রাম ;
ব্রাহ্মণগণ তুলে কোলাহল
'ঘোর কলি সব গেল রসাতল,
দুর্ভিক্ষ-ব্যসন-মৃত্যু-অমঙ্গল
দহে বুঝি ধরাধাম !'

নৃপতির কাছে করে অভিযোগ
'রক্ষ ওহে মহারাজ,
ঘৃণ্য চামার পূজে নারায়ণ,
প্রসাদ সবারে করে বিতরণ,
জাতি ও ধর্ম্মচ্যুত নরগণ,—
শাস্তি দাও তা'রে আজ !'

নৃপতির দূত সাধু রুইদাসে
ত্বরায় আনিল ধরি' ;
আস্ফালি' দন্তের উদ্ধত পুচ্ছ
ব্রাহ্মণেরা তুলে তর্ক উচ্চ ;
রুইদাস কহে—'জাতি যে তুচ্ছ,
ভক্তের প্রভু হরি !'

নাহি হেরি' কিছু তর্কের শেষ
নৃপতি ডাকিয়া কহে,
'ঐ যে মন্দিরে হেম সিংহাসনে
প্রভুর বিগ্রহ মোহিছে নয়নে—
হবেন সচল যা'র আবাহনে
প্রভুর প্রিয় সে রহে!'

ভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণদল
গর্ব্ব ও আড়ম্বরে—
উল্লাসে করে বেদ উচ্চারণ,
লক্ষ মন্ত্র করিল স্মরণ,
জড়-বিগ্রহের হ'ল না চেতন,
দীর্ঘ বেলা যায় সরে'।

অশ্রু-সজল কহে রুইদাস
গদ্‌গদ্ ভক্তি প্রেমে,—
'প্রসীদ অনাথে দীনের শরণ,
নাহি বিদ্যাজ্ঞান অতি অভাজন,—
গুহকের সখা পতিতপাবন
এস করুণায় নেমে'!'

নিশ্চল পাষাণ হইল সচল
একি রে মোহন দৃশ্য !
বিগ্রহ বাল-চপল গতিতে
রুইদাস-ক্রোড়ে এল আচম্বিতে,
ব্রাহ্মণ্যে জিনিল ভক্ত মুচীতে,—
রাজারাণী হ'ল শিষ্য ।

ভেদ-জ্ঞান

সমদর্শীরে গোঁড়া কয়,
সকল জাতির ছোঁয়াটী তোমার
কেমনে সয় ?'
সমদর্শী বলে 'মনটী বাড়ালে
সকলি সাজে ;
নীচ হ'তে দেখ কত আছে আ'ল্
জমির মাঝে ;—
উঁচুতে উঠিয়া কর নিরীক্ষণ
হইবে জ্ঞান—
খানা-ডোবা-আল্-ডাঙ্গা ও নিম্ন
সব সমান !

মনটী বাড়া'য়ে দেখ দেখি চেয়ে'
টুটিবে ভুল,
মানবের মাঝে ছোট বড় এর
নাহিক মূল!'

মানুষ

ব্রাহ্মণ নবীন শর্ম্মা দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তিখানি,
গৃহে নাই অন্নমুষ্টি জেগে আছে অভাবের গ্লানি
চিরকাল,—পুত্রকন্যাপরিজনে ভরিছে সংসার,
দুই দিনে একবেলা হ'ল ভার অন্ন যুটিবার।
ভিক্ষার ঝুলিটী কাঁধে সারাদিন ফিরি' দ্বারে দ্বারে
যাহা পায় কোন মতে ভাগ করি' অতৃপ্ত-আহারে
খায় সবে,—ঋণে বাঁধা ভিটাখানি মাথা রাখিবার,
খাজনা প'ড়েছে বাকী—রক্ত-আঁখি চাহে জমিদার
ভিক্ষাও মিলেনা আর,—গৃহস্থের তিক্ত-মন্দ বুলি
অবমান-গ্লানি শিরে বহি' শুধু লয়ে' শূন্য ঝুলি
গৃহে ফিরে কোন দিন;—শিশুগুলি অসহ্য ক্ষুধায়
আর্ত্তনাদে ক্লান্ত হ'য়ে ডুবে' যায় নিবিড় নিদ্রায়।
কাটেনা'ক দিন আর,—কি নির্ম্মম অভাবতাড়ন!
জীবন দুর্ব্বহ বোধ! মনে স্থির করিল ব্রাহ্মণ
রাখিবে না এ জীবন,—নিদ্রাচ্ছন্ন নীরব নিশীথে
প্রান্তরের তরুশাখে উঠে' যায় গলে রজ্জু দিতে।

হেনকালে সেথা এক তেজঃপুঞ্জে প্রদীপ্ত সন্ন্যাসী
ব্রাহ্মণেরে প্রবোধিয়া আত্মনাশে বাধা দিল আসি'।
ব্রাহ্মণ বলিল, 'প্রভু, এ জীবন রেখে' কিবা ফল ?
ভিক্ষাও মিলেনা আর—করুণায় প'ড়েছে অর্গল !'
সন্ন্যাসী বলেন তা'রে—'যাও নাই 'মানুষে'র কাছে
বিফল হ'য়েছ তা'ই—এতে আর বৈচিত্র্য কি আছে !'
অতঃপর ব্রাহ্মণের চক্ষে দিয়ে অঞ্জনবিশেষ
পুনরায় ভিক্ষা লাগি' যাইবারে দিলেন আদেশ
সত্য 'মানুষে'র কাছে ;—গৃহে ফিরি' রজনীপ্রভাতে
চলিল নবীন শর্ম্মা নবোদ্যমে ভিক্ষাপাত্র হাতে।
এ কি হেরে চারিদিকে—মানুষের নাহি দেখা আর,
পল্লীর সকল গৃহে পরিপূর্ণ শুধু জানোয়ার !
গ্রামের মাঝেতে ধনী পালেদের বৈঠকখানায়
ফরাসে তাকিয়া ঠেসি' গাধা ছাড়ে 'অম্বুরী'-ধোঁয়ায় ;—
শৃগাল-কুকুর-সর্প নানাবিধ জানোয়ারদল
বসিয়া চৌদিকে তা'র তোষামোদে তুলে কোলাহল !
ভট্‌চায্‌ বিদ্যারত্ন—গৃহে আজ নাহি দেখা যায়,—
আসনে তাহার বসে' গৃধ্র এক নামাবলী গায়
উল্টায় শাস্ত্রের পাতা উপবীত স্কন্ধে লম্বমান !
বিস্মিত নবীন শর্ম্মা মানুষ খুঁজিয়া বহুস্থান
কোথাও না পায় দেখা ;—রৌদ্রদগ্ধ ক্ষুধিত শরীরে
দিন শেষে ভগ্নআশ ফিরিতেছে গৃহপানে ধীরে ;—
পথের বাঁশের ধারে ঘনচ্ছায় অশ্বত্থ তলায়
কুঁড়ে ঘরটীর মাঝে কা'র অই কণ্ঠে শুনা যায়



গুন্‌গুন্ হরিনাম ? ত্বরা গিয়া হেরিল ব্রাহ্মণ
কানাচোখো নীলু মুচী আপনার কার্য্যে রতমন
গাহিছে শ্রীহরি নাম ;—পরিচ্ছন্ন কুঁড়ে ঘরটীতে
তক্‌তকে মেজে' পরে মাদুর বিছায়ে' হৃষ্টচিতে
পাদুকা সেলাই করে,—কে বলিবে মুচীর আলয়,
বহু ব্রাহ্মণের বাড়ী শুচিতায় মানে পরাজয় !
কুঙ্কুম-চন্দনলিপ্ত রাধাকৃষ্ণ পট মনলোভা
দেওয়ালে র'য়েছে লগ্ন,—তুলসী টবেতে পায় শোভা ;
প'রেছে তিলকমালা নামাবলী মস্তকেতে বাঁধা,—
পরম বৈষ্ণব নীলু অবিরাম স্মরে 'কৃষ্ণ রাধা' ।
ব্রাহ্মণ হেরিয়া দ্বারে শশব্যস্তে ত্যজিয়া আসন
ভূমিষ্ঠ প্রণাম করি' বসিবারে করে সম্বোধন
প্রাঙ্গনে অশ্বত্থমূলে গোময়মার্জ্জিত মঞ্চদেশে
কম্বল আসন পাতি' ; আভিজাত্যে ঘৃণার আবেশে
অভিমান-অহিদষ্ট ব্রাহ্মণ মুচীরে কহে চাহি'
'রেখে' দাও ব্যস্ত বড়, আসনের প্রয়োজন নাহি ;
অভাব বড়ই মোর—ভিক্ষায় অসিদ্ধ কাম হ'য়ে
আসিয়াছি নীলুদাস, নিরুপায় তোমার আলয়ে!'
'বহুশুভ ভাগ্য মোর,'—ভরে' দিয়ে ঝুলিটী তণ্ডুলে,
প্রণামী দুইটী মুদ্রা রাখি' ব্রাহ্মণের পাদমূলে
বলে নীলু গদ্‌গদ্ ;—'হে পূজ্য অতিথি নারায়ণ,
এইরূপে দয়া করে' মাঝে মাঝে করি' পদার্পণ
ধন্য কর প্রভুদত্ত শ্রমলব্ধ এ মোর অর্জ্জনে !'
ব্রাহ্মণ প্রণামী ল'য়ে ফিরে ঘরে,—ভাবে মনে মনে

'এতদিনে প্রভু, মোর গর্ব্ব টুটি' জাগাইলে হুঁস ;—
ব্রাহ্মণের পূজ্য সা'ধু নীলু মুচী প্রকৃত মানুষ !'

বর্ণভেদ

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র শাস্ত্রে আছে এই চারিবর্ণ,
ব্রহ্মার শির-বাহু-উরু-পদ হ'তে হ'য়েছে উৎপন্ন।
এক অঙ্গে সমুদ্ভূত তবু কেহ হীন কেহ পূজ্য বলে !
অগ্র মধ্য কিম্বা নীচ ডালে ফল কভু ভিন্নভিন্ন ফলে ?
বৃক্ষমূলে জন্মে যে কাঁটাল স্বাদ তা'র অতি স্বাদুতম,
দেহমূলে শূদ্র সে জনমি' অপবিত্র, ঘৃণ্য ও অধম !
স্রষ্টার চরণোদ্ভূতা হয়ে সুরধূনী পতিতপাবনী ;
শূদ্র সেথা লভিয়া জনম হ'য়েছে গো অশুচির খনি !
বিশ্বের মানব অন্য যা'রা চারিবর্ণছাড়া ভারতের,
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কি সৃজন করে নাহি কভু তাহাদের ?
শাস্ত্রে বলে, ব্রাহ্মণের দেহ 'কুন্দেন্দু ধবল' বর্ণ হবে,
তবে কেন হয় না ব্রাহ্মণ শ্বেতকায় সাহেবেরা সবে ?
মসীকৃষ্ণ বর্ণচোরা যত ব্রাহ্মণের বংশধরগণ
কোন্ 'বর্ণ' মধ্যে তা'রা যাবে বুদ্ধিমান কর নিরূপণ !

অস্পৃশ্যতার উপমা

ভাট্‌পাড়ায় ভট্টরত্নের গবেষণা গভীর!
অস্পৃশ্যতার নবীন ব্যাখ্যা ক'র্‌লেন ত' এক জাহির,-
'শরীরের অঙ্গভেদে লাগ্‌লে পরে হস্ত,
ধু'য়ে হাতটী শুদ্ধ করা যেমন বন্দোবস্ত ;—
—সমাজ-শরীর মাঝে সেরূপ অস্পৃশ্য জাত্‌গুলি
হীন অঙ্গ সবাই—স্পর্শে শুচিতা যায় চলি'।'
সমালোচক বল্লে হেসে'—'ভট্টরত্ন বাছা,
যখন আপ্‌নি আহার কিম্বা করেন পূজা-আর্চ্চা,
তখন আপনার শরীরের হীন অঙ্গগুলি
অশুচিতার ভয়ে রাখেন অন্যত্র কি তুলি'?
যদি তাহা না হয়, তবে অস্পৃশ্য জাতির
স্পর্শ কেন কলুষিবে, দেবতামন্দির
অথবা পানীয় ভোজ্য?—ভট্টরত্ন মূক
পেয়ে সমালোচকের নির্ম্মম চাবুক!

সমাজ ধর্ম্ম

গ্রামটী যুড়ে' মস্ত তোল্‌পাড়
কথার তুফান বহে ভরপুর,
পরাণ দাস সে 'নীচ' জাতির ছেলে—
দাড়িতে তা'র দে'ছে নাঁপিত ক্ষুর!

দত্তবাড়ী জমে' গেছে আসর,
তর্কতীর্থ—স্মার্ত্তশিরোভূষণ
গ্রামের যত 'উচ্চ' হিঁদুর দল
খড়্গাহস্ত ক'র্‌তে সমাজ শাসন !
চূড়ামণি বল্লেন সবায় ডেকে'—
'ঘোর কলি এ তা' না হ'লে কভু
কেষ্টা নাপিত সমাজ বেড়া ভেঙ্গে'
নিজেই নিজের হ'তে যাবে প্রভু !
আকাশ কেন হ'ল না'রে চু'ফাঁক,—
সাগর কেন হ'ল নারে মরু,—
এমনধারা সৃষ্টিছাড়া পাপে
শুকাল না ঘাস কি লতা তরু !
পরাণ দাসের আস্পর্দ্ধা কি কম,
ছোট জাতের বেড়ে' গেছে দেমাক !
কলিযুগে বাঘ-ছাগলে সমান !
—ওরে সিদে, এদিকে দে' তামাক !'
চূড়ামণির শিখার আন্দোলন
বন্ধ দেখি' হুঁকার আগমনে,—
ভট্টাচার্য্য—যিনি মাঝে মাঝে
মিলে' দশটী ইয়ার বন্ধু সনে
মিয়াঁ জানের তোফা কোর্ম্মা-কাবাব্‌
চেখে থাকেন কুলোকেতে বলে,—
নিরতিশয় বিজ্ঞ এবং পরম
হিন্দুপ্রবর যেন এরূপ ছলে



বল্লেন তিনি—'কেষ্টা বেটাই বদ্,
প্রায়শ্চিত্ত করুক্ মাথামুড়ে' ;
তা' না হ'লে জ্ঞাতি-বন্ধু ছেড়ে'
থাকুক্ পাজি পড়ে' আস্তাকুড়ে !'
কেষ্টা বল্লে—"দোহাই সমাজপতি,
গরিব আমি—আপনারা মা-বাপ,
পেটের দায়ে হ'য়ে গেছে এটা,
করুন আমায় দয়া করে' মাপ !
মুরগী খেয়ে' হিন্দুত্বটা বজাই
র'য়ে গেল হরকান্ত বসু'র,
গরিব এমন কিছুই করে নি'ক
যা'তে তাহার হবে এত কসুর !
ছেলেপিলে ম'র্‌ছে ক্ষিদের জ্বালায়
কোথাও না পেয়ে দয়ার নাগাল
পরাণদাসের স্নেহে গলে' গিয়ে
ঋণটুকু তা'র শুধেছে এই কাঙ্গাল !
ছোট জাতির হৃদয় আছে বটে,
প্রাণের মধ্যে আছে তা'দের সুবাস,
গরিব দেখে' ফিরায় না'ক মুখ,
টানাটানির জানায় না'ক আভাস !
হাজার প্রণাম আপনাদিগের পায়,
তাল খেজুরের মত হ'লে উঁচু,
কাঙ্গাল মোরা শুধু উপুর চেয়ে'
রৌদ্রে জ্বলে' পাব না'ক কিছু ;

পরাণের ও রক্ত-মাসের শরীর,
ক্ষুধা পেলে চায় ত' তা'রা খাবার—"
—"বক্তৃতাটা রাখিস্ শিকায় তুলে,'—
দোষটী করে' বেল্লিকপণা আবার!
রাস্তা ক'র্ব্বি নোংরা এবং শেষে
ব'ল্‌তে গেলে ক'র্ব্বি রাঙা চোখ্!"
কেষ্টার উপর আগুনশিখা যেন
উঠ্‌ল জ্বলে' আসরশুদ্ধ লোক।
নাপিত-পুত্র সমাজের এ প্যাঁচ্
পার্‌ল না'ক ক'র্‌তে পরিহার,
মাথা মুড়ে' নাকে দিল খত,
ছটাক খানেক গোময় ক'ল্লে আহার;
সদক্ষিণা চৌদ্দ কাহণ কড়ি,
গ্রামের 'মান' ও দিয়ে কিছু আদায়—
রেহাই পেল কেষ্টচন্দ্র সেবার,
নাপিতপণা থাক্‌ল তাহার বজায়।

পাঁচটী বরষ হ'য়ে গেছে গত,
উঁচু জাতির নির্য্যাতনের জ্বালায়
পরাণদাসের গোষ্ঠিবর্গ মিলে'
শান্তি খুঁজে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের তলায়।

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে ভরা
সাম্যবাদী খ্রীষ্ট-সেবকদল
মুছাইলেন নিপীড়িত প্রাণের
অপমানের তপ্ত অশ্রুজল।
এখন পরাণ প'র্‌লে সাফা জামা,
মোজা জুতা প'র্‌লে ছেলেমেয়ে,—
ছোট লোকের ছেলের ভড়ং বলে'
যায় না কেহ বিষ নয়নে চেয়ে'।
কেষ্টা নাপিত রোজই কামায় তা'রে,
'মান্‌কে' ধোপা কাচে তাহার কাপড়,
উঁচু জাতির নির্য্যাতনের ভয়ে
নাপিত ধোপা হয় না জড়সড়।

বলিহারি ও গো সমাজ পতি,
নরম দেখেই আছাড় দিতে চাও!
ঘরের ছেলে তাড়িয়ে পরের বাড়ী
তবেই তাহার মর্য্যাদাটী দাও!
হৃদয় দরদ্‌ নাইক' তোমাদের,
ন্যায় অন্যায় বিচার নাইক' কিছু,
ধর্ম্ম শুধু ছুঁৎমার্গটুকু,—
থুথু দেওয়া আপন ভা'য়ের পিছু!

উদারতায় জ্ঞানের প্রভায় যাহা,
ক'র্‌তে পার্‌ত বিশ্বের গুরুগিরি,—
সেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আজ
নির্য্যাতিতের পানে চায় না ফিরি' !

দর্পে ভরা চল্‌ছ অন্ধ পথে,
দেখ্‌ছ না'ক ডানে কিম্বা বামে,
ব্যাস-বাল্মিকী-শ্রীগৌরাঙ্গের দেশে
স্বার্থের খেলা খেল্‌ছ ধর্ম্মের নামে !

আপন ভা'য়ে ভাই বল্‌তে ঘৃণা,
হৃদয়শূন্য এই ধর্ম্ম-ভাণ
আন্‌ছে ডেকে' সমাজ-শান্তি ধামে
উৎপীড়িতের চোখের জলের বাণ !

পরকালে বিচার যদি থাকে
মাথার উপর থাকেন যদি কেহ,—
নির্য্যাতিত পরাণদাসের দল
পাবে সেথায় আগেই তাঁহার স্নেহ !

সোণার ভারত সোণার হিন্দুজাতি
এম্নি ক'রে যাচ্ছে রসাতল,
হায় বিধাতঃ, বজ্র নাহিক' তোমার
ভাঙ্‌তে এমন সমাজ-ধর্ম্ম-ছল !

অশুচির নৌকা

শিকারপুরের ঘাটে খেয়া দেয় নমঃশূদ্র মাঝি,
ভট্‌চাযে পারে নিতে কিছুতেই হ'ল না সে রাজি ;
বলিল,—'কেমনে যাবে হে ঠাকুর, অশুচির না'য় ?
পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ছাড়ি' যাও যথা শৌচাদি ক্রিয়ায়—
সেরূপ করিয়া এস,—নতুবা পারিনা তোমা' নিতে !'
ব্রাহ্মণ উপায়হীন খেয়ারী মাঝির ধূর্ত্তামিতে,—
বলে,—'শুধু ধুতি জামা—দ্বিতীয় বসন নাহি ছাড়ি !'
মাঝি কহে, 'এই লও গামছা পরিয়া দাও পাড়ি !'
ব্রাহ্মণে ছাড়ায়ে' বস্ত্র জেদ্‌ তা'র রাখিল সে ঠিক ;
হেসে' হেসে' গান গেয়ে' নৌকা বা'য় মাঝি সুরসিক !

জাতি-পরিচয়

স্বদেশী প্রচারি' ফিরে
গ্রামে গ্রামে কাশীরাম ;
উপজিল একদিন
সদলেতে নন্দিগ্রাম ।

স্বরাজ-স্বদেশীতত্ত্ব
বাখানি' কাছে সবার
অমর বাবুর বাড়ী
সমাপিল স্নানাহার ।

অপরাহ্নে কাশীরাম
পূর্ব্বপাড়া যেতে আশ,
বলেন অমর বাবু
'কোথা হবে রাত্রিবাস ?'

ও পাড়াতে মালো শুধু
নাহি কেহ অন্য জাতি !'
হেসে' বলে কাশীরাম
'তা'তে আর কিবা ক্ষতি ?

মোরা ও যে জেতে মালো !'
লজ্জায় হইয়া কাবু
হাত যোড় করি' বলে
বিনয়ে অমর বাবু,—

'ক্ষমুন মশায়গণ,
অপরাধ দয়া করি' !'
—সংস্কারে ব্যবহারে
এইরূপ লুকোচুরি !

পারিয়ার আভিজাত্য

সমাজের ধাপে কিছু বেশীকম 'পারিয়া' দু'জন
যুটেছে দোকানে করিতে একদা তাড়ির ভজন।

অসাবধানেতে 'উঁচু' পারিয়ার তাড়ির পাত্রে
কেমনে অন্য পারিয়ার লাগে পরশ গাত্রে।
এই অঘটনে 'উঁচু' সে 'নীচু'রে করিল খুন ;
হইল ধন্য স্বদেশী লেখক গাহি' এ গুণ!

পরীক্ষা

বারাণসী ধামে এক ব্রাহ্মণকুমার
লিপ্ত হ'য়ে গোহত্যায় মরমের বেদনায়
বলে উচ্চে, 'মহাপাপে করিবে উদ্ধার
বিভুর পবিত্র নামে নাহি কি এ পুণ্যধামে
হেন কোন মহাজন দয়ালু-হৃদয় ?'
গোস্বামী তুলসী দাস যুবকের এ উচ্ছ্বাস
শুনিলেন গঙ্গা-স্নানে গমন সময়।
যুবকে লইয়া সনে গোস্বামী সানন্দমনে
চলিলেন ইষ্টে স্মরি' জাহ্নবীর তীরে ;
রামনাম ক'রি ধ্যান যুবা সারি, গঙ্গা-স্নান
গোস্বামীর সাথে চলে আশ্রম-কুটীরে।
করি ইষ্ট আরাধনা গোস্বামী সহর্ষ-মনা
ভুঞ্জেন প্রসাদ বসি' যুবকের সনে ;
নীতি-ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়া তারে সবিশেষ
বলিলেন 'মুক্ত হ'লে পাপের বন্ধনে!'

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ শাণায়ে' ক্রোধের খড়্গ
গোস্বামীর প্রতি কহে,—'রে ভণ্ড তাপস,
বসি' সাথে গোহন্তার করিয়াছ পানাহার
পবিত্র ব্রাহ্মণ্যে ভরি' মহা অপযশ !'
গোস্বামী বিনয়ে বলে, "পাপরাশি যায় চলে,
শাস্ত্রে কয়—রাম নাম নিলে একবার ;
বহুবার নাম জপি' তবুও রয়েছে পাপী
তবে বুঝি শাস্ত্র শুধু প্রপঞ্চ কথার ?"
ব্রাহ্মণেরা ক্রোধে কয় "শাস্ত্র জ্ঞান অতিশয়,
গোহন্তার পাপক্ষয় বুঝিবা প্রমাণ—
যদ্যপি হাতেতে তা'র করে তৃণ-জলাহার
বিশ্বনাথ মন্দিরের বৃষভ পাষাণ।"
সকলে মন্দিরে চলে, গোস্বামী নয়ন-জলে
করিলেন বিশ্বনাথে অর্চ্চনা ও ধ্যান ;
যুবা ক্ষণকাল পরে তৃণ-জল লয়ে' করে
পাষাণ বৃষভমুখে করিল প্রদান।
পাষাণ সজীবপ্রায় মুখ নাড়ি, তৃণ খায়
হেরিয়া বিস্ময়ে সবে হইল মগন ;
ধন্য ধন্য রব উঠে, ব্রাহ্মণেরা ভূমে লুটে'
করে সবে গোস্বামীর চরণ-বন্দন !

সামাজিক সত্যনিষ্ঠা

নটবর সাহা ছিল অতিশয় ধনী,
'দিয়তাম্ ভুজ্যতাম্' উঠিয়াছে ধ্বনি
আজি শ্রাদ্ধোৎসবে তা'র—করিনু দর্শন
ন্যায়রত্ন,—বাক্যতীর্থ,—ভারতী-ভূষণ,—
দীর্ঘ অর্কফলা-ধারী তর্কচঞ্চুদল
ছাদে বসি' সারি দিয়া ভুঞ্জে অনর্গল
চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়,—মোটা দক্ষিণায়
ট্যাঁকে গুঁজি' 'ছাঁতা' হস্তে সন্তর্পণে যায়।
—সেদিন কথার ছল পাতিয়া সহসা
জনেক পণ্ডিতবরে করিনু' জিজ্ঞাসা—
'কেমন আহার হ'ল সাহাদের বাড়ী ?'
—কাণেতে আঙুল দু'টী দিয়া তাড়াতাড়ি
কহিলেন ক্রোধ-তপ্ত—"মূর্খ অর্ব্বাচীন,
জান না কি শুঁড়ি তা'রা—অশুচি ও হীন ?
আমরা তা'দের গৃহে করিয়া ভোজন
ব্রাহ্মণ্য-মহিমা দিব চির বিসর্জ্জন ?"
'বিজ্ঞে'রা তুলিল ধুয়া—'তা' কি পারে হ'তে !'
'অজ্ঞ' আমি হাসিলাম শুধু অন্তরেতে !
'পতিতে'র বাড়ী গিয়া করিয়া আহার
প্রাঙ্গণটী প্রভু যেই হইবেন পার
মুখ মুছি' আভিজাত্যে স্ফীত করি' বুক
'পতিতে'র ঘৃণায় হবেন শতমুখ !

এ তথ্য সবাই জানে,—তবু চমৎকার
আচারের নামে সেবা করিছে মিথ্যার !

কূপ-রক্ষা

সিন্ধুদেশের পল্লী-প্রদেশে
কূপের মাঝেতে দুর্ঘটনায়—
ক্রীড়া-চঞ্চল ব্রাহ্মণশিশু
স্খলিত চরণে প'ড়েছে হায় !
নারীগণ ডাকে করি' আর্ত্তনাদ
'কে কোথায় আছ ঘটেছে প্রমাদ !'
পুরুষেরা গেছে সংসারের কাজে
গ্রামের পারেতে সুদূরে বুঝি ;—
কে শুনিবে ডাক ?—ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে
কাঁদে নারীকুল উপায় খুঁজি' !
দোসাদ্ কয়টী মজুরির তরে
যেতেছিল পথে কিছু অন্তরে,
আসিল ছুটিয়া শুনি' আর্ত্তনাদ
ব্যস্ত অধীর হইয়া অতি,
শিশুর প্রাণটী করিতে রক্ষা
ধাইল সকলে কূপের প্রতি।

'কোথা যাও ওগো তোমরা যে মুচী,—
পরশিলে কূপ হইবে অশুচি,—
অন্য কূপ নাহি পল্লীর মাঝে
মিলিবে কোথায় পানীয় জল ?'—
আগুলিয়া পথ করিল ক্ষান্ত
দোসাদ্‌গণেরে রমণীদল।
'স্পৃশ্য' কেহই পেল না সংবাদ,
মরিল বালক করি' আর্ত্তনাদ ;
রমণীরা কাঁদে ছাড়ি' কোলাহল
শোকের দারুণ অনলে জ্বলি'
শুচি-রাক্ষসীর পিশাচ-উদরে
স্নেহের ধনেরে করিয়া বলি !
কূপেতে হ'ল না মুচীর স্পর্শ,
হইল না ম্লান ধর্ম্মোৎকর্ষ,—
ধর্ম্মের বাতি উঠিল জ্বলিয়া
মৃত বালকের চিতার মাঝে !
ধর্ম্ম-পিশাচ ভণ্ডেরা আছে
ধর্ম্মের নামে কসাই-সাজে !

আচার

মুখুয্যেদের পোষা কুকুর ফেণীর হ'ল খেয়াল
বেরাল তেড়ে' উঠ্ল' গিয়ে রান্নাঘরের চাল।
কর্ত্তা গিন্নি নাইক' ঘরে,—পঞ্চুরামে ডেকে'
বধূমাতা বল্লেন, 'তাড়াও কুকুর মট্‌কা থেকে!'
মাছ বেচ্‌তে এসেছিল পঞ্চুরাম মাঝি—
বধূমাতার অনুরোধে হ'য়েত' সে রাজি,—
কুকুরটারে তাড়িয়ে দিতে উঠ্ল গিয়ে চালে,
পাড়া ঘুরে' বামুন-গিন্নি ফির্‌লেন হেনকালে।
রান্নাঘরের চালার পরে পঞ্চুরামে দেখে'
ঠাকুরুণের, দুঃখে রাগে মুখটী গেল বেঁকে!
'বৌমা, তোমার কি আক্কেল,—কুকুর তাড়াবার
লোক পেলে না ব্রহ্মাণ্ডেতে ক'র্‌লে এমন ব্যাপার!
ছোট জাতে উঠ্‌তে দিলে হেঁসেলঘরের চালে,
গোল্লায় গেছ লেখাপড়া শিখে' কলিকালে!
হাঁড়ি-কুঁড়ি-ভাত-ব্যঞ্জন ফেল দূরে সকল,
গোবর দিয়ে মুক্ত করে' ছিটাও গঙ্গাজল;
পাক পাত্র—জলের ঘড়া—সকল সরঞ্জাম
নূতন কর বুদ্ধি তোমার এমন হ'ল বাম!'
বলিহারি হিন্দু-সমাজ, তোমার আচার-প্রথায়,
ইতর জীবে দিয়ে পূজা থুথু ভা'য়ের মাথায়!

শাস্ত্রবিধি

কঙ্করময় উচ্চ রাজপথ 'মুক্তিঘাট' নাম তা'র,—
ঘাটোয়ালে দিয়ে অর্দ্ধমুদ্রা যাত্রী হ'তেছে পার।
স্বল্প ব্যবধানে করিছে বিরাজ তীর্থরাজ 'সুরেশ্বর'—
পুণ্য-পিপাসু নর-নারীদল আসে যায় নিরন্তর।
দরিদ্র যাহারা উত্তরীয় পরি' পরিধেয় বাঁধি' শিরে
অহরহ-যান-বাহনপিষ্ট সেই পথে চলে ফিরে।
বিদেশী পথিক ঘাটোয়ালে কয় বিস্ময়-ঘোরে পড়ি,'—
'অবারিত রাজপথে চলিবারে কিসের পারের কড়ি ?'
ঘাটোয়াল কয়, 'শাস্ত্রবিধি এযে লেখা পুরাণের মাঝে—
কড়ি নাহি দিলে 'মুক্তি ঘাটে'তে তীর্থ ফল হবে না যে !
এযে হিন্দুধর্ম্ম, অজর অমর বহে' গেছে যুগ কত,
এ রীতির কভু ঘটেনি' ব্যত্যয় চলিয়াছে অবিরত !
পাষণ্ডের দল মোরে দিয়ে ফাঁকি যায় অন্য পথে ঘুরে'।
তীর্থের দেবতা বিমুখ তা'দের—মুক্তি ও পুণ্য দূরে !
ধর্ম্ম রহে সত্য জেনো চারি যুগ !'—স্তব্ধ পথিক শুনি'
শাস্ত্রের যুকতি—ধর্ম্মের বিধান ! কৌতূহল মনে গণি',
করিয়া সন্ধান প্রত্নতত্ত্ব সত্য করিল বাহির,—
সহস্র বর্ষ গত ঐ স্থানে ছিল নদী সুগভীর ;
এখন হ'য়েছে নগর প্রান্তর নাহি চিহ্নলেশ পড়ি,'
ঘাটোয়াল শুধু মুক্ত বর্ম্মে সাধিছে পারের কড়ি !
সপ্তবিতম সুদূর পুরুষে লভেছিল ব্রহ্মজ্ঞান,
মূর্খ নিরেট রামধন চোবে সেই বংশে গরীয়ান্

উপবীত-ব্যাজ্ পরিয়া স্কন্ধে সকলের পূজা চায়,
মুক্তিঘাটের পাটনীর মত মাশুল করিয়া আদায়!
অলস স্থবির মৃত নিদ্রিত গতানুগতিক পথে
চলে অন্য মনে,—শুধু-ভেসে' যায় গড্ডালিকার স্রোতে।
বুদ্ধি, বিবেক, কর্ম্ম চেতন জীবন করিয়া দান
ম্রিয়মাণ জড় হিন্দুসমাজে জাগো জাগো ভগবান!

নির্জলা একাদশী

শুধু আটটী বছর বয়সেতে
নন্দরাণীর হ'য়েছিল বিয়ে;
পিতা পরম হিন্দু অবিচল—
করে' লালস গৌরীদানের ফল
অফুটন্ত সেই সুবর্ণ-কমল
বেঁধেছিল আরেক বোঁটায় নিয়ে;
যৌতুক-সাজ সোণা রূপায় ভরি'
গৌরীদানের দক্ষিণাটী দিয়ে।



বালিকা সে স্বপ্ন-মোহভরা
খেলাঘরের বাঁধনটীরে ঠেলি'
স্বামী কেমন চিন্‌তে নারে তা'র ;
—একটী বছর নাহি হ'তে পার
দারুণ ডাকে নিঠুর বিধাতার
অমরলোকে গেল স্বামী চলি,'
বালিকার সে মুক্ত হৃদয় তটে
শোকের ঢেউ একটীও না তুলি !

খসাইয়া দিল হাতের নোয়া—
অঙ্গভরা আভরণের রাশি ;
সিঁদুর-রেখাশূন্য ললাটদেশ
সাড়ী জামা পরা'র হ'ল শেষ,
সাজ্‌ল কন্যা সন্ন্যাসিনীর বেশ,—
নিভ্‌ল কচি রাঙা মুখের হাসি ;
হঠাৎ এসে' করাল রাহু যেন
অকলঙ্ক চাঁদে দিল গ্রাসি !'

পঞ্চাশোর্দ্ধে নন্দরাণীর পিতা
তৃতীয় বার করেন পাণি-পীড়ন।
বার্দ্ধক্যেতে তরুণীর মোহে—
প্রমোদেতে মত্ত সদা রহে,
বিধবা কন্যাটী সেই গৃহে
ব্রহ্মচর্য্য করে উদ্‌যাপন!
যুবতীর প্রণয়-সাগরে
বৃদ্ধ পিতা করেন সন্তরণ!

পিতার নাহি বিলাসের শেষ,
　　　　—মাছ-মাংস-পোলাও-কোর্ম্মা আহার;
পূজা-পাঠ নিষ্ঠাতেই রত
কন্যা করে হবিষ্যি ও ব্রত,
উপবাস অর্দ্ধাশন কত
　　　　সংবৎসরে নাহি গণনার;
বৃদ্ধ পিতা সেজে' রসরাজ
　　　　করেন সুখে বাবুয়ানা মজার।

বিধাতার অজ্ঞেয় বিধানে
　　　　বালিকায় বিসূচিকা ধরে;
লাবণ্য ঢাকিল কালিমায়,
ছট্‌ফট্‌ করে যাতনায়,
চক্ষু তুলে' বালিকা না চায়,—
　　　　অবসন্না ব্যাধির নিগড়ে—
কণ্ঠশোষী অসহ্য তৃষায়
　　　　চীৎকারিল 'জল' 'জল' করে'!

সেদিন যে একাদশী হায়,
　　　　জল খেতে মানা বিধুবার!
ব্যর্থ হ'ল ডাক্তারের বিধি,
হ'ল না কেউ শাস্ত্র-প্রতিবাদী,
তৃষ্ণা এল হ'য়ে কণ্ঠরোধী
　　　　কোমল প্রাণটী নিল বালিকার!
ধর্ম্মধ্বজী পিশাচেরা কহে—
　　　　'ধন্যা সতী গেল স্বর্গদ্বার!'

ধোপার দরদ্

একদিন বলে আসি' গোপাল ধোপা সে
নবাগত হেড্‌ক্লার্ক রামেন্দ্র বিশ্বাসে,—
'মাপ কর মোরে বাবু, করি নমস্কার,
কাঁপড় কাচিতে তব পারিব না আর;
আপনি যে নমঃশূদ্র হ'ল জানাজানি,
করিতেছে সকলেই তা'ই কাণাকাণি!
নিষেধ করিছে মোরে বস্ত্র আপনার
কাচিবারে, নতুবা সে সমাজে আমার
সকলি আটক হবে ;—তবে আছে গতি
অই ও পাড়ায় থাকে বেশ্যা 'রঙ্গমতী',—
শুনেছি সে নমঃশূদ্র কুলে দিয়া কালি
ল'য়েছে মাথায় তুলি' কলঙ্কের ডালি!
সে নাকি এসেছে আপনার দেশ হ'তে,
দি'ন যদি বস্ত্রগুলি তা'র মারফতে
তবে আমি কেচে' এনে' দিব তা'র গৃহে ;
সেথা হ'তে আপনার আনা শক্ত নহে।'
বাবু বলে, 'কাজ নাই দরদে তোমার,
সাবানে কাপড় আমি কাচিব এবার ;
শিষ্টে করি' পদাঘাত দুষ্টে রাখে শিরে,
ধিক্ শত ধিক্ সেই ঘৃণ্য ভণ্ডামিরে!'

ব্রহ্মবাদ

একদা জাহ্নবী-নীরে   স্নান করি' যান ফিরে'
আচার্য্য শঙ্কর,
একটী কুকুরসনে   স্পর্শ ঘটে দৈবক্ষণে
তীরদেশোপর।

বিপ্র এক ধ্যানরত   হেরি' কহে বিজ্ঞমত—
'অবোধ ব্রাহ্মণ,
পরশি' কুকুরকায়   অশুচি চণ্ডালপ্রায়
হ'য়েছ এখন!

পুনঃ করি' স্নান ধ্যান   হও সদ্য শুচিমান্,
নতুবা তোমার
পূজাপাঠ অর্চ্চনার   কিম্বা সন্ধ্যাবন্দনার
নাহি অধিকার!'

আচার্য্য হাসিয়া কয়,   'সর্ব্বজীব ব্রহ্মময়
বেদান্তের বাণী,
কুকুর যে জীবব্রহ্ম   ছোঁয়া তা'রে হীনকর্ম্ম
কেমনে না জানি!

জাহ্নবী করিয়া স্নান   চণ্ডালত্ব তিরোধান—
যদ্যপি এমন,—
লইয়া চণ্ডালদলে   অবগাহি' গঙ্গাজলে
করিব ব্রাহ্মণ!'

হানি' ক্রুদ্ধ দৃষ্টিশর বিপ্র রহে নিরুত্তর ;
চলিল শঙ্কর
উল্লাসে আশ্রমপানে সুপবিত্র সামগানে
ঝঙ্কারি' প্রান্তর !

জাত-রক্ষা

সিরাজগঞ্জের গাঁয়ে,—
বাপ-মা হারা নিতাইচরণ
বিধবা মাসীর লইল শরণ,
কায়েতের মেয়ে আপন ভরণ
করে দুঃখের আয়ে ;
পাঁচ বছরের নিতাইচরণ
মাসীরে ফেলিল দায়ে।

মাসী হ'ল নিরুপায় !
উপবাস তা'রে দিল সুশিক্ষা
সম্বল সার করিতে ভিক্ষা,
গোঁসায়ে'র কাছে লইল দীক্ষা
বৈরাগীর ভজনায়,
কাঁধে ঝুলি আর নিতা'য়েরে ল'য়ে
বিধবা ফিরে ভিক্ষায়।

এমনই বৈচিত্র্য হীন,—
সারাটী দিবস ভিক্ষা সাধিয়া,
অন্ন চারিটী যতনে রাঁধিয়া,
নিতা'য়ের ক্ষুধাতুর মুখে দিয়া
মাসীর কাটিত দিন।
বৈরাগী নিতাই দিয়াছে ঝঙ্কারি'
বিধবার স্নেহ-বীণ!

সহসা রোষিল কাল!
ক্রূর বিসূচিকা ব্যাধির কবলে
ইহলোক ছেড়ে' মাসী গেল চলে';
অনাথা নিতাই পড়িল অতলে,
তরী হ'ল বান্‌চাল!
ক্ষুধায় অন্ন যোগাবার তরে
ঠেকিল বিষম জাল!

বালক দাঁড়াল পথে,—
কে দিবে তাহারে রেঁধে' দু'টী ভাত?
বাড়ী বাড়ী কেঁদে' ফিরে যুড়ি' হাত;
বৈরাগী ছেলের মারিয়া গো জাত
কে যাবে পাতকী হ'তে?
ক্ষুধায় অবশ নিতা'য়ের আশা
পূরিল না কোন মতে।

সন্ধ্যা হ'ল আসন্ন ;
জর্জ্জর বালক ক্ষুধার ভারেতে,—
অবসন্ন চলি' গ্রামের পারেতে
আব্বাস মিয়াঁর আবাস-দ্বারেতে
গিয়ে চায় দু'টী অন্ন,—
'বাবা গো, মাগো, অনাথ ছেলেরে
খেতে দিয়ে কর ধন্য !'

আব্বাস মিয়াঁর স্নেহে,
ক্ষুধাতুর প্রাণ হইল শীতল,
কৃতজ্ঞতাভরে আঁখি ছলছল,
আদরযত্নে হইয়া অচল
নিতাই সেথায় রহে।
হিন্দুর হেথা হ'ল না পড়িতে
জাতিনাশা পাপমোহে !

প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য

মিলি কতগুলি সেরা নড়ালের উকীলেরা
রেজোলিউশন এক করেন মঞ্জুর,—
কায়স্থ ভৃত্যের হাতে মিলিবে না কোনমতে
জল ও পান নমঃশূদ্র দেবেন্দ্র বাবুর।

একক 'রাখাল' ভিন্ন 'বারে' নাই ভৃত্য অন্য,
গেল না সে নমঃশূদ্র উকীলের ধার ;
শিক্ষিত ভদ্রের প্রতি ঘৃণ্য ব্যবহার অতি
শুনিয়া সরসীবাবু ব্রাহ্মণ উদার

প্রাণেতে যাতনা পেয়ে' 'বারে'তে গেলেন ধেয়ে'
বলিলেন, 'আমি যত্নে না করি' কসুর—
ত্যজি' ব্যর্থ অভিমান দিয়া নিত্য জল ও পান
স্বহস্তে করিব সেবা দেবেন্দ্র বাবুর।'

স্বরাজী উকীলগণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ চেয়ে র'ন
সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণের হেরি' ব্যবহার ;
অমানীরে দিয়া মান ব্রাহ্মণ হৃদয়বান
দেখালেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য অবিকার!

কর্ম্ম-ব্রাহ্মণ

[পৌরাণিক]

লোমশ মুনি বহিতে নারি'
শরীরভরা লোমের ভার
বিলোপতরে লোমের রাশি
সাধনা করে দেবতার।

কঠোর তপ করেন ঋষি—
নাহিক বোধ দিবা কি নিশি,
উঠিল জাগি' করুণারাশি
মুনির লাগি' বিধাতার ;
বলেন বিভু, "চাহিয়া লহ
যে বর তব কামনার !"

কাঁদেন ঋষি—'কেশের রাশি
নিরাস কর ভগবান্ !'
বিধাতা তাঁরে কহেন ডাকি'
'খুঁজিয়া খাঁটি ব্রাহ্মণ
শ্রদ্ধায় তা'র ভোজন শেষ,
করহ ভোগ যাইবে ক্লেশ ;
লভিয়া বিভু—করুণা-লেশ
ঋষি সে সুখী অতুলন ;
সেবিল বহু ব্রাহ্মণেরে
তথাপি নাহি পূরে মন।

তপেতে পুনঃ বিভুরে তোষি'
কহেন ঋষি, 'দয়াময়,
আদেশ তব পালিনু' তবু
পাইল কেশ নাহি লয় !'

বলেন বিভু, 'জনমে যেবা
বিপ্র শুধু তাহারি' সেবা
করেছ তুমি, সত্য কিবা
না বুঝি' তা'র পরিচয় ;
বিপ্র খাঁটি চরণ দাস
চণ্ডাল সে মহাশয়।'

চণ্ডাল-গাঁ চলেন ঋষি,
চরণ দাস সাধু অতি—
মুনিরে হেরি' দুয়ারে তা'র
বসন গলে করে নতি।
বারতা শুনি' মুনির পাশে
চরণ দাস কাঁদিয়া ভাষে—
'ক্ষম গো প্রভু, অধম দাসে
পাতকী আমি হীন মতি ;
দেবতা কেন সেবকে ছল
নরকে দিতে মোর গতি।'

উপায়হীন তখন মুনি
গোপনে অতি নিল তুলি'
ভোজন-পরে বাহিরে ফেলা
আহার-শেষ কণাগুলি।

উচ্ছিষ্ট যেই খেলেন ঋষি
লোমের রাশি পড়িল খসি',
চরণ সাধুকুলের শশী,
ধন্য তা'র পদধূলি।
চণ্ডাল সে ভণ্ড যা'রা—
জনম-মদে রহে ভুলি'!

বচন ও আচরণ

ট্রেণের কক্ষে সদাই আসর
কতরূপ আলাপন,
ক্ষণিক গল্প-গুজব-আমোদে
সকলে সেথায় মগন।
নামাবলী ফোঁটা তিলকের ঘটা
ভুঁড়িটী করিয়া বাহির
রামধন বিদ্যারত্ন মহাশয়
বিদ্যা করেন জাহির।
পুরাণ-দর্শন-বেদ-বেদান্ত—
উঁচু উঁচু কত কথা,
ত্রিষ্টুপ-অনুষ্টুপে হুঙ্কারি'
মুগ্ধ করেন শ্রোতা;—

'জীব সকলেই ব্রহ্মের অংশ
সর্ব্ব নর নারায়ণ ;
ব্রহ্মের বিভূতি এই ত্রিজগৎ,
সকলে ব্রহ্মে মগন ;
আমি ও তুমি সকলি মিথ্যা,—"
বক্তৃতার সূত্র চলে,—
ষ্টেশনে ষ্টেশনে উঠিছে নামিছে
যাত্রীরা দলে দলে।
ধরমপুরেতে থামিয়াছে গাড়ি,—
বিরাট কাপড়বোঝা
মাথায় লইয়া যোয়ান রজক
সেই কক্ষে আসে সোজা ;
বক্তৃতায় বাধা পড়িল সহসা,
রেগে' বিদ্যারত্ন আগুন,—
'কর কি, কর কি,—ঠাকুর আছেন!
মশায়রা বারেক দেখুন!'
আরোহীরা বলে 'থাকুন ঠাকুর,
জীব যে ব্রহ্মময়—'
বিদ্যারত্ন বলে, 'বুঝেছ ত' বেশ!
ধোপাও ব্রহ্ম হয় ?'
বচন এবং আচরণমাঝে
এইরূপ লুকোচুরি
চলেছে নিত্য, শাস্ত্রে ধর্ম্মে
মেকিরই বাহাদুরি!

শব-সৎকার

নাহিক আশ্রয়-বাস ভিক্ষা করে বারো মাস
বৃদ্ধ নমঃশূদ্র রামময়—
কাটায় জীবন তা'র, কেহ নাহি আপনার
যত্ন করে এই অসময়।

শহরে বেড়ায় ঘুরি' লইয়া ভিক্ষার ঝুলি
কষ্টেতে লাঠিতে ভর করি',
কেহ দেয় গালাগালি, কেহ ঠাট্টা হাততালি,
কেহ ভিক্ষা দেয় শ্রদ্ধা ভরি'।

সারাদিন পায় যাহা সন্ধ্যায় আনিয়া তাহা
দেয় এক মুদীর দোকানে,
পায় পরিবর্ত্তে তা'র অন্ন দু'টী ভুঞ্জিবার,
নিদ্রাটুকু লভে সেই স্থানে।

বৃদ্ধের হইল কাল,— মুদী হ'ল নাজেহাল
সৎকারের উপায় ভাবিয়া;
নমঃশূদ্র সবে সেথা শুনিয়া মুদীর কথা
বলে দর্পে মস্তক নাড়িয়া;—

'ভিক্ষার ধরিয়া সূত্র এই বৃদ্ধ যত্রতত্র
করিয়াছে পান ও ভোজন,
সমাজেতে কোথা স্থান? মোদের কি নাহি জ্ঞান
করিব উহারে পরশন?'



মুদী বলে, 'ভাই সবে, মানিতাম বিজ্ঞ তবে
দুঃসময়ে যোগালে আহার,
ছটফটি' অনাহারে যায় নাই যমদ্বারে,
অপরাধ গুরু বটে তা'র!'

মুদীর যুক্তির বাণী লইল না একপ্রাণী
সে বৃদ্ধের সমাজের কেহ,
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য যুবকেরা মিলি' সদ্য
সৎকারিল নমঃশূদ্র-দেহ।

রেলযাত্রী

রেলগাড়িতে যাত্রি-মেলা,
ভিড় হ'য়েছে বেজায়;
বঙ্কু বাবু এসে' দেখেন
উঠা বিষমদায়!
হাতটী যুড়ে' বলেন, 'মশাই,
আমি শুধু আছি একাই,—
দয়া করে' একটুকু ঠাঁই
দিন না করে' আমায়!
পর ষ্টেশনে যাব নেমে'
সন্দেহ নেই তা'য়।'



যা হ'ক্ ত' সে কক্ষে এক

পেয়ে খানিক স্থান

বঙ্কু বাবু দ্বারের কাছে

করেন অধিষ্ঠান।

হেনকালে যাত্রী অন্য

সেই কক্ষে স্থানের জন্য

দেখিয়ে অতি কাতর দৈন্য

বলেন ভক্তিমান,—

'মশায়রা দিন জায়গাটুকু

হ'য়ে দয়াবান!'

দ্বারের কাছে—বঙ্কু বাবু—

বল্লেন রুখে' অতি,—

'যা'ননা মশাই ও গাড়িতে,

জায়গা নেই এক রতি!'

বঙ্কু বাবুর মুখের টানে—

ভদ্র লোক ত' নিরাশ প্রাণে—

চল্লেন একটু আসন-ধ্যানে

অন্য গাড়ির প্রতি;

যা' হ'ক্ পরের কামরাটীতে

হ'ল তাঁহার গতি।

সমাজ-গাড়ির আরোহিদের
এই রূপই ঠিক ধরণ,
দেখিয়ে বিনয়-ভক্তি-নতি
যদি হেথায় কোন জাতি
লভে একটু উচ্চ গতি,—
বঙ্কু বাবুর মতন
অপর জাতির উচ্চ আশায়
চায় সে রক্ত-নয়ন!

ঈশপের গল্প

কাটেন 'জাবে'র খড়—বাঁড়ুয্যে মশায়
বহির্দ্বারে,—সহসা হেরিয়া দত্তজায়
বলিলেন,—'কেহে, আরে দত্তজা যে এস!
ভাল ত' হে!—কবে এলে? আরে ব'স ব'স!'
এই বলি' স্বয়ং আসন পাতি' দিয়া
আনিলেন পান আর তামাক সাজিয়া।
দত্ত বলে,—'করেন কি,—নিজেই আপনি!
এ বড় অন্যায়,—লোক জন কোথা শুনি?
নিজেই গরুর খড় কাটিছেন ব'সে!
কি দুঃখে এমন কাজ এ বৃদ্ধ বয়সে?'

হুঁকা টেনে' বাঁড়ুয্যা বলেন,—'আরে ভাই,
চাকর যে মেলা ভার,—কর্ম্ম ভোগ তাই!
ছোট জাত্ বেটা সব ধরিয়াছে সুর,—
ব্রাহ্মণ কায়স্থ হ'তে রহিবে না দূর!
দিতে হবে তাহাদের নাপিত ও ধোপা,
ছোঁয়া জল তাহাদের খেতে হবে তোফা!
ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট করা এই আব্দারে
কোন্ বিজ্ঞ দিবে কাণ?—মাতি অহঙ্কারে
করিয়াছে ধর্ম্মঘট—দাসত্ব মোদের,
করিবেনা ছোট জাত্—তাই এই ফের!'
দত্তজা হাসিয়া বলে,—'বাঁড়ুয্যে মশায়,
'ঈশপে'র গল্প এক মনে পড়ে' যায়,—
ঘোড়া ও গর্দ্দভ লয়ে' চলে একজন,
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে ছিল বোঝা সুভীষণ;
অশ্ববর শূন্য পৃষ্ঠে যেতেছিল চলে,'
বোঝায় কাতর গাধা তা'রে ডেকে' বলে,—
'মোর ভার কিছু লয়ে' রক্ষা কর দাদা!'
অশ্ববর হাসি' বলে,—'বেশ ত' রে হাঁদা!
আমি অশ্ব—বড় আমি,—তুই যে গর্দ্দভ—
ছোট তুই!—তোর বোঝা বহা অসম্ভব
গ্লানিকর মোর পক্ষে—এই কথা সোজা
না বুঝে' বলিস্ মোরে নিতে তোর বোঝা!'
ক্লান্ত গাধা কিছু দূর চলি' গুরুভারে—
হোঁচট্ খাইয়া পড়ি' গেল যমদ্বারে।

নিরুপায় প্রভু সেই গর্দ্দভের ভার
চাপাইল অশ্বপৃষ্ঠে, করিল বিচার
মনে মনে—গর্দ্দভের চামড়া বিক্রয়ে
হ'তে পারে অর্থ কিছু,—তা'ই লুব্ধ হ'য়ে
গর্দ্দভের লাশশুদ্ধ দিল চাপাইয়া—
অশ্বের বোঝার পরে ; কষ্টে হাঁপাইয়া
চলিল ত' অশ্ববর—গর্দ্দভের দাদা !
আগে যদি শুনিত সে বলিল যা' গাধা,
হ'ত কি এমন দশা ? তা'ই আমি বলি,—
মাপ করিবেন দাদা,—ছোট জাত্‌গুলি
অন্যায়ের বিরুদ্ধেতে তুলিয়াছে ফণা
আত্মবোধে ন্যায্য নিজ করিয়া গণনা ;
ত্যজুন 'সূচ্যগ্র'-পণ দুর্য্যোধনসম,—
দূর করি' দাম্ভিকতা কঠোর নির্ম্মম !
—নতুবা এ কর্ম্ম-ভোগ বুঝিবেন সোজা—
দাম্ভিক অশ্বের বহা গর্দ্দভের বোঝা !'

গান্ধি-মাহাত্ম্য

একদা মহাত্মা গান্ধি পিতাপুত্রে হইয়া অতিথি
বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে*করেন অবস্থিতি
কিছু কাল ; আশ্রমের কর্ম্ম-পদ্ধতির
মাঝে করিলেন লক্ষ্য নাহি আত্মনির্ভর গভীর।
ভৃত্য করে পরিচর্য্যা ; কহেন আশ্রমবাসিগণে—
'ভৃত্যে কিবা প্রয়োজন?—শ্রেয়ঃ শ্রম করা প্রতিজনে।'
উলটিল কর্ম্ম-সূচী,—ভৃত্যদল লভিল বিদায়.
অধ্যাপক ছাত্রদল নিল সবে করিয়া পর্য্যায়
আশ্রমের কার্য্যভার ;—কেহ রাঁধে,—কেহ পরিষ্কার
তৈজসপত্রের করে ;—তরকারি কুটে,—জলভার
কেহ আনে বহি',—আবর্জ্জনা কেহ বা মার্জ্জিত করে,—
কেহ যায় ঝুড়ি-মাথে বাজারেতে পণ্যক্রয় তরে।
হেন কর্ম্ম-কোলাহলমাঝে চলে কার্য্য আশ্রমের ;—
মহাত্মা কহেন ডাকি', 'পরিচয় অপূর্ণ কর্ম্মের
এখানো যে! বৃত্তিভুক্ মলগ্রাহী করিতেছে কাজ,—
তাহাদের কর্ত্তব্যটা সাধিবারে পেল বুঝি লাজ?'
আচার্য্য-বালকগণ মহাত্মার কঠোর প্রস্তাব
শুনি' চাহি, পরস্পরে মৃদু হাসি' রহে মৌনভাব।
মহাত্মা বুঝিয়া তাহা বলিলেন করি' সম্বোধন—
'মোরা পিতাপুত্রে মিলি' এ কর্ত্তব্য করিব বরণ।

*বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তিনিকেতন, বীরভূম জেলায় অবস্থিত।



আজ হতে আশ্রমের পায়খানা করিতে মার্জ্জিত
মেথরের নাহি কাজ' ;— বিস্ময়েতে সবে চিত্রার্পিত !
নিখিল ধরণী লু'টে শ্রদ্ধায় চরণযুগে যাঁ'র—
মেথরে করিয়া আত্ম দেখালেন মহত্ত্ব আত্মার !
কর্ম্ম কভু নহে ছোট,—প্রাণ আছে ক্ষুদ্রত্বে ভরিয়ে,
অন্যে তা'ই ভাবি হীন স্বীয় হীন মাপকাঠি দিয়ে !

চিত্র ও শাস্ত্র

মানুষ এঁকেছে ছবি—
সিংহ এক তেজোহীন বসে' আছে অতি দীন,
অনাবদ্ধ উন্মুক্ত অটবী ;
মেষপাল ফিরে পাশে, অবজ্ঞায় উপহাসে
মানুষ দিতেছে হাততালি।
নিরখি' এ চিত্রপটে সত্য সিংহ বলে—'বটে
মানুষের ইহা চাতুরালি !
সিংহের অঙ্কিত হ'লে অই সব মেষদলে
লাফাইত মানুষের ঘাড়ে ;
সিংহের অস্তিত্ব হেরি' ভয়ে হ'য়ে থরহরি
মানুষ লুকাত গৃহ-আড়ে।



ব্রাহ্মণ রচেছে পুঁথি—
শূদ্র হীন তুচ্ছ ঘৃণ্য   পশুবৎ রবে গণ্য
ব্রাহ্মণ চরণ করি' স্তুতি ;
খাটিয়া সে অহোরাত্র   উপার্জ্জিবে ধনমাত্র
ব্রাহ্মণ-উদরে দিতে তুলি'।
হেরি' এই শাস্ত্রবাণী   শূদ্র বলে 'বটে, জানি
ব্রাহ্মণ রচেছে এই গুলি' ;—
শূদ্রের রচিত হ'লে   নিশ্চয় ডুবিত জলে
ব্রাহ্মণের আভিজাত্য-রবি,—
উলটিত এ আখ্যান   শূদ্র ব্রাহ্মণের স্থান
ব্রাহ্মণ শূদ্রের স্থান লভি' !

যদু বাটালি

কারু-শিল্পে অতি পটু সূত্রধর যদু
করিয়া কাষ্ঠের কার্য্য উপার্জ্জিত শুধু
দুইশত মুদ্রা মাসে,—শিল্পকার্য্যে তা'র
অসহজ নৈপুণ্য হেরিয়া চমৎকার
লোকে তা'রে দিয়াছিল 'বাটালি' পদবী,
বাটালির ঘা'য় তা'র মনোহর ছবি
ফুটিত নির্জীব কাষ্ঠে।

ছেলে দু'টী তা'র-
লেখাপড়া শিখি' কিছু ক'রেছিল সার
কেরাণির চাকরিরে,—বিংশমুদ্রা মাসে
রোজগার,—হ'ত তাহা ব্যয়িত বিলাসে।
সিল্কের পাঞ্জাবী—মিহি ধুতিটী পরণে,
কব্জিতে ঘড়ি বাঁধা,—'পম্প্'সু চরণে,—
ঘাড়েতে নাহিক চুল—সম্মুখেতে ঝুঁটি,
ফুঁকি' ঘন সিগারেট্—সাইকেলে উঠি'
যেত চলি' ছেলে দু'টী কেরাণির কাজে;
য'দু সে কোমর বাঁধি' শ্রমিকের সাজে
বাটালিতে রহে রত।
কৌতূহলমানি'
জিজ্ঞাসিনু' যদুরে ত'—'তোর বুদ্ধিখানি
কেন যদু এইরূপ? আপন বিদ্যায়
না শিখায়ে' ছেলেদের চাকরি-সেবায়
দিয়াছিস্ পাঠাইয়ে তুচ্ছ আয় তরে!
পারিলিনে, বোকা তুই কর্ম্ম-সঙ্গী করে'
নিতে নিজ পুত্রদের?—কেরাণির আয়
দশগুণ হ'ত,—অফিসের লাঞ্ছনায়
হ'ত না সহিতে!
যদু বলে—'তুমি দাদা,
না বুঝিয়া বলিলে ত' কথাগুলি সাদা!
মাসে করি শ্রমার্জ্জন মুদ্রা দুই শত,
"যদু বাটালি' ব্যতীত কেহ অন্যমত



সম্বোধন করেনা ত' আমারে কখন ?
খাতির-সম্ভ্রমলাভ কোথা বা তেমন ?
ছেলে দু'টী যদিও সে সামান্য বেতনে
কেরাণির কর্ম্ম করে,—কিন্তু সর্ব্বজনে
বলে তাহাদের 'বাবু' করিয়া সম্মান,—
ভদ্রসমাজের মাঝে পেয়ে থাকে স্থান।
মাসে দুই শত লভি' কোথা সে মর্য্যাদা ?
মানের নিকটে অর্থ অতি তুচ্ছ দাদা!'
যদুর উত্তর শুনি' স্তব্ধ নিরুত্তর
ভাবিলাম 'বাবুত্বে'র মোহ ভয়ঙ্কর
এইরূপে বাঙ্গালীর করিতেছে গ্রাস
প্রকৃত সম্পদ্-সুখ আনি' সর্ব্বনাশ!

বঙ্গ-বধূ

ঘাড়টী ভাঙ্গিয়া দীন বেয়া'য়ের
নিস্তারিণীর শ্বশুর-'প্রভু'
ছেলের বিয়েতে টাকা ও গহনা
লইতে করেনি' কসুর কভু!
তবু দশ ভরি সোণা আছে বাকি,
'তত্ত্ব' হয় নি' মনের মত,—
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী-স্বামীতে মিলিয়া
নিত্যই গালি দিতেছে কত!

বাপের নাগাল না পেয়ে' তাহার
'বালিকার শুধু মরম টুটে,
কত গঞ্জনা,—লাঞ্ছনা কত!
বুক ফেটে' যায়—মুখ কি ফুটে!
'পাণ' হ'তে যদি খসে কভু 'চূণ',—
সামান্য ছুতায় রক্ষা নেই,
গোষ্ঠিশুদ্ধ কুকুরের মত—
লেলিয়া পড়িবে একেবারেই!
গালির মাত্রা চরমে চড়িয়া—
প্রহারেতে পায় প্রকাশ ত্বরা;—
আঘাতের দাগে জর্জ্জর দেহ
বালিকা হইল জীবনে মরা!
আহার না দিয়া করিল নাকাল,
ক্ষুদ্র গৃহেতে আটক রাখে;
অস্থি ও চর্ম্ম হ'ল অবশেষ,
বাক্ নাহি সরে কাতর-ডাকে!
প্রতিবেশী এক করিয়া লক্ষ্য
পুলিসে আসিল বারতা ক'য়ে,
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী-স্বামীর দণ্ড
হইল উচিত বিচারালয়ে।
রাজার বিধানে পাইল রক্ষা
মরণ হইতে বালিকা-বধূ;
এই নৃশংস পীড়ন-যাতনা
নিস্তারিণী কি সহিল শুধু?



বঙ্গের গৃহে কত 'নিস্তারিণী'
এইরূপে হায়, কসাই-দাপে—
হ'তেছে জবাই—কে দিবে অন্ত !
ডুবিতেছে দেশ নিঠুর পাপে !
কত অস্ফুট কোমল কুসুম
ঝরে নিভৃতে বেদনা-ভারে,—
প্রাণ-বর্জ্জিত পাষাণ-সমাজ
তাহাদের প্রতি চাহে না বারে !

বল্লালী কৌলীন্য

কাণোজ-আগত কায়স্থ-পঞ্চকে সুধাইল যবে সবে এক এক করি'—
'ব্রাহ্মণের দাস হ'য়ে এল যা'রা তাহাদের কৌলীন্যে লইব আজি বরি !'
ঘোষ বসু মিত্র গুহ—সবে বলে "আসিয়াছি ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা লয়ে",
দত্ত বলে—'হ'তে পারে, আমি কিন্তু আসি নাই ব্রাহ্মণের দাস কভু হ'য়ে,
সহচররূপে শুধু গৌরবেতে আসিয়াছি রাষ্ট্র-কার্য্যে শৃঙ্খলা-সাধনে।"
হইল আদেশ—'দত্ত ব্যতীত কৌলীন্য পাইবে মাত্র অন্য চারি জনে !'
আত্ম-সম্মানে না করি' খর্ব্ব স্বাধীনতাভরে গর্জ্জিল যে মহাজন,
অকুলীন হ'য়ে রহে সে পড়িয়া—কৌলীন্য লভিল শুধু পদলেহিগণ !
মোগলের কাছে রাজপুত-গ্লানি মানসিংহদল শুধু লভিবেক মান,—
স্বাধীন 'প্রতাপ' অকুলীন হবে—সন্দেহের তা'তে নাই অণুমাত্র স্থান !

পতিতের মান

মহাত্মা গান্ধির অভিনন্দনে
মহতী সভার সমারোহ
জমেছে 'কচ্ছে,'— সজ্জিত মঞ্চ
হেরিয়া নয়নে লাগে মোহ !
মঞ্চ বেড়িয়া হ'য়েছে আসন
বসিবে সেথায় 'স্পৃশ্য'গণ,—
আচ্ছাদনের বাহিরে দূরেতে
পতিতের লাগি' আয়োজন।
'মহাত্মা' বুঝিয়া এই ভেদ-বিধি
বসিলেন দূরে 'অস্পৃশ্য'মাঝে ,—
হেথা মূল্যবান্ আসন শোভিত
শুধুই শূন্য মঞ্চটী রাজে !
পূজক যা'দের ঠেলিল ঘৃণায়
দেবতা তা'দের নিলেন তুলি,'
স্তম্ভিত সবে চেয়ে রয় শুধু,—
বদনে কাহারও না সরে বুলি !

ঠাকুর দেখা

দুর্গাপূজার ঘনঘটা
বোস্‌বাড়ীতে মহামহোৎসব ;
সেজে, গুজে' পাড়ার ছেলে
আঙ্গিনাতে ক'র্‌ছে কলরব।

মণ্ডপেতে ছুটে বেড়ায়—
বাবুদের সব রঙ্গিন্‌ ছেলেমেয়ে,
তিরুমাঝির বেটা নিধু
সঙ্গ লোভে উঠ্‌ল' সেথায় ধেয়ে'।

ফুট্‌ফুটে সে ছেলের দলে
জামাবিহীন কাল নিধিরাম—
অচিরেতেই প'ড়্‌ল চোখে,
পুরুত্‌ ঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন নাম !

'আমার বাবা তিরুমাঝি'
বল্লে নিধু, 'ঐ' যে হোথায় ঘর !
মোর বাবারে চেন না'ক ?
মেসো যে মোর শম্ভু বাদ্যকর।'

'সর্ব্বনাশ, কে কোথায় আছিস্‌ !'
ছিলেন কাছে খোদ্‌ কর্ত্তা বোস মশায়,
ব্যাপার শুনে' চক্ষু রাঙা,—
'বেটা ডোমের আস্পর্দ্ধা ত' বেজায় !



অপবিত্র ক'র্‌লে দালান,—
লাগাও বেটা শূয়োর বাচ্চাটাকে !'
যে-ই না বলা—ষণ্ডা যোয়ান্
গোটা কয়েক হিন্দুস্থানী তা'কে
হিচ্‌ড়ে টেনে' মারের চোটে
ফেল্‌ল করে' গুরুতর জখম ;
চীৎকারে তা'র এল ছুটে'
তিরু মাঝি,—ফাট্‌ল যে তা'র মরম !
দু'চারটী ঘা পেলও তিরু,
—ছেলে এমন দুষ্টু হবার কারণ !
নয়নজলে বক্ষ রোধি'
প্রণাম করে' চেয়ে মায়ের চরণ—
অজ্ঞান অবশ রুধিরপ্লুত
ছেলেটীরে বুকের মাঝে থুয়ে'
চ'ল্‌ল আপন কুঁড়ের পানে,
চ্যাটাই'পরে দিল তা'রে শু'য়ে।
মা-মরা এই নিধুই ছিল
সকল-হারা তিরুর জীবন-নিধি,
অপমান ও ব্যথার ভারে
কে জান্‌বে তা'র কি শোক হৃদয়ভেদী !
প্রবল জ্বরের প্রলাপঘোরে
ব'ল্‌ছে নিধু—'চক্কোত্তিদের যতি
ঐ যে হোথায় !—যাচ্ছি র'স !—
সিঙ্গীর উপর ঐ মা ভগবতী !—

ঐ যে গণেশ!—ঐ কার্ত্তিক!
ময়ূর যে অই!—মলুম্ গো,—ও বাবা!'
আবোল তাবোল কতই বকে,
রুদ্ধ বুকে জেগে তিরু হাবা!
ব'ল্‌ছে কেঁদে'—'মা দুর্গা,
ছোট জাতের ছেলের অপরাধ
মার্জ্জনা কর্ এই বারেতে
পূজা তোরে দিব মনের সাধ!'
নিদয় ঠাকুর শুন্‌ল না যে,—
দশমীর চাঁদ ডুব্‌তে যাবে যখন—
নিভ্‌ল' নিধুর প্রাণের আলো
আঁধার করে' তিরুর হৃদয়-ভবন!
প্রাতে উঠে' দেখ্‌ল' সবে
তিরুর শীতল জীবনবিহীন দেহ
মরা ছেলে আঁক্‌ড়ে' শুয়ে',—
মূর্ত্তি ধরে' জাগ্‌ছে যেন স্নেহ!
মিশ্রী বুড়ো—রতন ডোমের
বিধবা স্ত্রী বিধুমুখীর প্রতি
গুপ্ত অনুগ্রহ যাঁহার,—
নস্য গুঁজে'—যেন বিজ্ঞ অতি
বল্লেন, 'বেটা ছোট জাতের
পাঁপের শাস্তি ফ'ল্‌ল হাতে হাতে!'
অন্তর্যামী দীনের ঠাকুর
কাঁপ্‌লেন বুঝি মরম-বেদনাতে!

অদূরে অই করুণ সুরে
বাজ্‌তেছিল সানাই বিজয়ার ;
বকুলতলে শ্রান্ত শালিখ
গাহিতেছিল আকুল কণ্ঠে তা'র !

সুহাসিনীর অদৃষ্ট

শ্বাশুড়ী ও স্বামিসনে গ্রহণের যোগে
সুহাসিনী পুণ্য-ধ্যানে
এসেছিল গঙ্গাস্নানে,
কে জানিত পড়িবে সে হেন গ্রহ-ভোগে !

সহসা হারায়ে' গিয়ে—মহাজনতায়
কাঁদে বালা অবিরল ;
—দুর্বৃত্ত পাতিয়া ছল
বলে তা'রে পৌঁছায়ে' দিবে ঠিকানায়।

জনময়ী কলিকাতা চোখে বালিকার
ঠেকেছে ধাঁধার প্রায়,
অতি ঘোর নিরুপায়—
বুঝিতে নারিল দুর্বৃত্তের ছলতার !

সে কি পেয়েছিল তা'র অদৃষ্ট সন্ধান !
ছলনায় অবলায়
বন্দিনী করিয়া হায়,
পিশাচেরা নারিত্বের করে অপমান !

পুলিশের সাহায্যেতে কিছুদিন পরে
দুষ্টের কবল হ'তে
মুক্ত হ'ল কোন মতে
বালিকা ত',—কিন্তু দিবে কেবা স্থান ঘরে!

ধর্ষিতা বলিয়া তা'রে স্বামী নাহি লয়;
সমাজ নিষ্ঠুর-প্রাণ
দিল না তাহারে স্থান;—
অভাগিনী খ্রীষ্ট ধর্ম্মে লইল আশ্রয়।

যত ইচ্ছা পরদার করিবে পুরুষ,
বলেতে নির্জ্জিতা নারী
যত অপরাধ তা'রি!
ক্ষমার অযোগ্য হবে তাহার কলুষ!

সেবিল সহস্র চক্ষু গৌতমের দারা,
দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি,
কুন্তীর সূর্য্যেতে মতি,
ভজিলেন অন্য স্বামী মন্দোদরী-তারা;—

তবু এই 'পঞ্চ কন্যা' প্রাতঃস্মরণীয়া;
এ যুগের অবলায়
নিপীড়িলে দুষ্টে হায়,
সমাজবিধানে কিন্তু হবে বর্জ্জনীয়া!

-*—

আচারের বলি

সন্ধ্যার মুখেতে আসি' খেলানাওয়ালী হাঁকে,—
'খেলানা চাইকি' বলে',—লুব্ধ হ'য়ে সেই ডাকে
পাঁচ বছরের সুধা টুকটুকে রাঙা মুখে
গৃহের বাহিরে আসি' খেলানা দেখিতে সুখে
খেলানা-ওয়ালী পিঠে আঁকড়ায় আব্দারে ;
হেনকালে পিসী তা'র উপজিল বহির্দ্বারে।
'কি করিস্ সুধা তুই,—বোধ নাহি লক্ষ্মীছাড়ি,
অশুচির ঘাড়ে পড়ে' যুড়েছিস্ বাড়াবাড়ি !'
পিসীর এ গরজনে সুধার উড়িল প্রাণ ;
খেলানাওয়ালী তা'র তেজে করে অন্তর্দ্ধান !
পিসী অতি শুচি-ভক্ত—দিনরা'ত কতস্নান,
গঙ্গাজল গোবরের ছড়ায় সকল স্থান
গৃহেতে চিত্রিত তা'র,—বস্ত্র ছাড়ে কতবার,
সহে না পরশ কা'রো—ঘেসে না পাড়ার ধার !
ঠাস্ করে' মেরে চড় সুধার কোমল গালে,—
পুকুরে ডুবায়ে' আনে হেমন্তের সন্ধ্যাকালে।
রাত্রিতে কাঁপায়ে' দেহ আসে জ্বর বালিকার,
আচারের কবলেতে গেল সে যমের দ্বার !

জাতের বড়াই

চৌষট্টি জাতের খিচুড়ির মাঝে
কোথা ছিল জাত্ বৌদ্ধ-বঙ্গে ?
কণোজ হইতে যাজ্ঞিক-পঞ্চক
ব্রাহ্মণী লয়ে' ত' আসেনি' সঙ্গে ?
বিক্রমপুরের মেয়ে দুর্ভিক্ষের
'ভরার মেয়ে' কি কুলীন কুলের ?
ব্রাহ্মণের ঘরে পরশিল পাক
কন্যা যে তাঁতি, মুচী ও দুলের !*
শক্তি-সাধনের নামেতে কতই
পাহাড়ী, ভোটানী, পাঠানী, মগী—
বংশ ছড়াল কুলীনের ঘরে ;—
উজাড় হবে গাঁ বাছিতে ঠগী !
শর্ম্মা দেবীবর—ঘটক প্রধান
মেলের বন্ধনে দিলেন ঢাকি'
কত অসংখ্য বর্ণ-সঙ্করে
খবর তাহার রেখেছ না কি ?
বল্লালের ছিল ডোম প্রণয়িনী
দুষিবে কে—কা'র ছ'পাটি দাঁত ?
ভজিল পাঠানী নন্দকুমার,—
পূজে নি' কি তাঁ'রে সকল জাত্ ?†

* প্রবাসী, ১৩২৫, চৈত্র—'ভরার মেয়ে' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† বঙ্গবাণী, ১৩২৯, ভাদ্র—৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, লিখিত প্রবন্ধ।

পুরাণো কাসুন্দি ঘাঁটিয়া ফল কি ?—
আজও হাটে মাঠে বাজারে—
রেলে ষ্টীমারে হোটেলে অফিসে
জাত্ কোথা আছে তাজা রে !
মুটেগিরি করে কণোজ মুলুকে
বঙ্গ-শ্রোত্রিয়ের ঠাকুরদাদা,—
চুপ্‌ড়িও বুনে—ডোমে যাহা করে,
—ব্রাহ্মণ্যে তবুও লাগেনি' কাদা !‡
রুটি বিস্কুটে চপ্ কাট্‌লেটে
সোডা লেমনেডে কলের জলে,—
লবণ-চিনিতে ঘৃত-নবনীতে
জাত্ যে ডুবেছে অতল তলে !
ধড়হীন চোখ্ রক্ত করিয়া
তথাপি চাহিছ করিতে লড়াই—
'জাত্' 'জাত্' করে' !—কোথা আছে জাত্?
কেন আর ভুয়া জাতের বড়াই !

বাঙ্গালী

লক্ষ্মীহীন হতচ্ছাড়া ঘরকোণো বাঙ্গালী—
সাজিয়াছে—নিজবাসে পরবাসী কাঙ্গালী !
দেশ যুড়ে' বসে' যায় মাড়োয়ারি ভাটিয়ারা,
বাঙ্গালীরা বঙ্গে আজি ফিরে ভিটেমাটিহারা !

‡ বঙ্গবাণী, ১৩৩০



ব্যবসায়ে রতি নাই,—ধরে' আছে বোকামতি
চরমের লক্ষ্য শুধু—চাকরি ও ওকালতি!
জ্ঞান লাগি' বিদ্যা শিখে মানুষেরা অন্য দেশে,
বি. এ. এম.এ. পাস্ করে' স্বাস্থ্য দিয়ে ছন্নবেশে
চাকরির মোহে পড়ে' বাঙ্গালীরা নিঃস্ব সাজে ;—
হেন আত্মভোলা জাতি আছে কোথা বিশ্বমাঝে!
পশ্চিমা ও উড়িয়ারা ফেরিওলা, ঝাঁকামুটে,
কুলি, দাঁড়ি, মাঝি হ'য়ে—শ্রম ক'রে' টাকা লুঠে ;-
বাঙ্গালী চেয়ারে বসে' টেবিল ঝুঁকিয়া সুখে
পেষিছে কলম শুধু সিগার ফুঁকিয়া মুখে!
ম্যালেরিয়া, বহুমূত্র, অজীর্ণ, অম্বলরোগ—
করিয়াছে বঙ্গ-'বীর' ভবের সম্বল-যোগ!
ঘর-পুরা একপাল ছেলেমেয়ে কপ্‌চায় ;
মেয়ে বিয়ে দিতে দিতে ভিটেমাটি সব যায়!
বাবুত্বের প্রেষ্টিজ্ দিনরাত রক্ষা করে'
পৈতৃক যাহা কিছু খোয়াইয়া অকাতরে—
বাঙ্গালীরা একেবারে লভিতেছে 'বানপ্রস্থ' ;
চল্লিশের কোঠাতেই হ'য়ে যায় প্রাণ অস্ত!
কর্ম্মের সেবা কর—কর্ম্মই ভগবান—
বাঁচিবারে চাও যদি—কর্ম্ম নয় অপমান!

'মোরা এ যুগের হিন্দু'

মোরা এ যুগের প্রবীণ হিন্দু
বুদ্ধি ও গুণের অপার সিন্ধু,
কলঙ্ক মোদের র'য়েছে বিন্দু
বলিবে সে কোন্ বীর ?

মোদের শাসনে চলিছে সমাজ
আমাদের টিকি-আন্দোলন-ধাঁজ
এড়া'য়ে টিকিবে হেন চাল্‌বাজ
কা'র ঘাড়ে দু'টো শির ?

নারীরা রচেছে বেদের সূক্ত,
তথাপি ক'রেছি আইনভুক্ত—
বেদপাঠে নহে যুক্তিযুক্ত
নারীদের অধিকার ;

ষাটিতে বিবাহ করিয়া ষোড়শী
তৃতীয় পক্ষে পাইগো প্রেয়সী,
হবিষ্য ও নির্জলা একাদশী
বিধানিয়া বিধবার।

স্ত্রীরে রেখেছি ঘরে দিয়া খিল
তৈজস পত্রের করিয়া সামিল,
চুরিটী করিয়া দস্যুর কিল
ধর্ষিতা পত্নীরে ছাড়ি।



অর্দ্ধাঙ্গিনী হয় পত্নী যদিও,
'পতিব্রতা' শব্দ শুধু গ্রহণীয়,
'পত্নীব্রত' কভু নাই দেখে' নিও
শাস্ত্র অভিধান তাড়ি'!
কুড়িতেই বুড়ি সাজাইতে মেয়ে—
দেই অপোগণ্ড বালিকার বিয়ে,—
রুগ্ন ছেলেমেয়ে পালে ঘর ছেয়ে'
বংশ করিতে সাফ;
লাম্পট্য, ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার
যত পার কর আড়ালে পর্দ্দার;
—কিন্তু বিবাহ দিলে বিধবার
হইবে ভীষণ পাপ।
মরুক্ দরিদ্র হীন ছোট জাত,
স্বচ্ছন্দ ব্রাহ্মণে দাও ভরি' হাত;
শূদ্রই অর্জ্জিবে ব্রাহ্মণের ভাত—
রহিয়াও উপবাসী;
ব্রাহ্মণের হাতে মরিলে শূদ্র—
মশা মাছি মারা পাপ সে ক্ষুদ্র;
ব্রাহ্মণে করিলে ভাষণ রুদ্র—
শূদ্রের হবে ফাঁসি।
অনুগ্রহ করি' শূদ্রের ঘরে
ব্রাহ্মণ যদি যায় চুরিতরে,
সিঁদ্‌কাটি ঘায়—দৈবাৎ শ্রীকরে
যদি হয় রক্তপাত,—

শূদ্রের ভিটায় ব্রহ্ম শোণিত
পাতের জন্য করিতে বিহিত
হইবে গৃহবাসীর ত্বরিত,
—নতুবা নরকে কাৎ !
ম্লেচ্ছের হাতে অখাদ্য আহার
যত পার কর নহে সে ধরার;
সামাজিক ভাবে হ'লে ব্যবহার—
অপরাধটী জবর ;
গেরুয়া আড়ালে খাও গাঁজা মদ,
মিথ্যা কহ—সেবি' গণিকার পদ,
তথাপিও তুমি ভক্তির আস্পদ
পরমহংস-প্রবর।
সোডামিশ্রিত বোতলের জল
নাসির মিয়াঁর হাতেতে সচল,
দুধ, গুড়, চিনি, সুরসাল ফল
কিছুই অচল নয় ;
পুকুরের জল গ্লাসে ভর এসে',
ছুঁইলে মানুষ অগ্রাহ্য হবে সে ;
দুধ চিনি দিলে এক সাথে মিশে—
গ্রহণেতে বাধা হয়।
বিড়াল টিকৃটিকি মাকড়সা ও মাছি—
পশিবে মন্দিরে তা'তে রাজি আছি,
সহিবে না শুধু মানুষের হাঁচি—
মোদের পূজিত ঠাকুর ;

মুসলমানের রন্ধন-ঘ্রাণ—
ক'রেছিল কবে কে দুর্বুদ্ধিমান,
'পিরালী' বলিয়া—সৃজি' ব্যবধান
ক'রেছি তা'দের দূর।

মৎস্যবিক্রয়ীরে ক'রেছি পতিত,
মৎস্য ধরা খাওয়া নহে অবিহিত ;
দুধ বেচা দোষে গোয়ালা বঞ্চিত,
—যদি ও দুধ ঘি খাই ;

সুরা প্রস্তুত অতি কদাচার,
সুরাপানকারী নহে অবজ্ঞার ;
নিন্দা করিব মধুমক্ষিকার,
মধু খেতে দোষ নাই।

যতদিন রবে মোদের গণ্ডিতে
ধোপা ও নাপিত পাবে না ভুঞ্জিতে,
মোদের সমাজ-বিধান খণ্ডিতে
পারা যে অসম্ভব ;

'রাম' যদি হয়—'র‍্যাম্‌জে', 'রমজান,'
হরি ভুলি' করে—যীশু আল্লা গান,
গো-অর্চ্চনা ছাড়ি' বধে গো'র প্রাণ,—
শুঁতায় পাইবে সব।

হাঁচি টিক্‌টিকি, বায়সের ডাকে,
বারবেলা-তিথি-নক্ষত্রের পাকে
বাঁধিয়া রাখিয়া অদৃষ্ট বেটাকে
ভয়ে ভয়ে বেঁচে আছি ;

আঁতুড় ঘরেতে লাগিয়া আগুন
প্রসূতি বালক পুড়ে' হ'ল চূণ,
অশুচির ভয়ে আমরা নিপুণ
ঘেসি নাই কাছাকাছি।*

অচেতন জড়ে ক'রেছি ঠাকুর,
চেতনে কিন্তু ঠেলিয়াছি দূর,
মানুষে ফেলেছি বিড়াল কুকুর
হ'তে আরও নীচে অতি ;

শাস্ত্র মোদের 'জীবব্রহ্ম' বলে,
মোরা কিন্তু চলি জীবে পায় দলে',
মোদের বাণী ও কার্য্যের তলে
সুগভীর অসঙ্গতি।

ঋষি সন্ন্যাসীর তন্ময় ধ্যানে,
প্রেম, ভক্তি, পূজা, বিবেকে ও জ্ঞানে,
সাধুত্বে, সদ্‌গুণে, পুণ্যে, অবদানে
ধর্ম্ম করেনা বাস ;

ধর্ম্ম র'য়েছে ভাতের হাঁড়িতে,
জলের পাত্রে, ভোজ্য-কাঁড়িতে,
হেঁসেলের ছায়া পাবে না মাড়িতে
ধর্ম্ম হইবে নাশ।

---

* সত্যঘটনা,—সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।



দেবতায় করি, পূজার কামনা
মিথ্যামামলা-শঠতা-বঞ্চনা
করিগো নিত্য,—ধর্ম্ম সাধনা
আমাদের বড় অতি ;
সাহেবের বুটে প্লীহাটী কুলির
ফাটিতে দেখিয়া যদিও অধীর,—
ভা'য়ের মর্ম্ম ফাটায়ে' ক্ষু'চির
করিতে তথাপি মতি।
বিদ্যা কি বিভব অর্জ্জনের তরে
দাও যদি পাড়ি কখন সাগরে,
তা'হ'লে সমাজ লঙ্ঘন করে'
টের পাবে মজা বড় !
যদিও মোদের পূর্ব্বপুরুষ
গিয়াছিল শ্যাম-যব-চীন-রুশ্,—
তা'তে কিবা হয়, মনে রেখো হুঁস্
কঞ্চি বাঁশ চেয়ে দড় !
অন্যে উড়াইছে জাহাজ আকাশে,—
কামানের শেলে শত্রু তরাসে,
সাগরে ভূধরে তড়িতে বাতাসে,
করিছে গৌরবে জয় ;
বাণিজ্যকেতন উড়ায়ে' সতত
করিছে জগৎ সুখে পদানত,
সুমেরু কুমেরু সন্ধান-রত
ভ্রমিছে চির নির্ভয় ;—

মোরা আভিজাত্যে র'য়েছি বেহুঁস্,
মোদের সাতান্ন হাজার পুরুষ
ক'রেছিল কবে রেল-পুল-সুলুস্
পুষ্পকরথ আদি;
করিত সন্ধান বায়ু-অগ্নিবাণ,
শুষিত সাগর,—লঙ্ঘিত বিমান,
অতএব মোরা মহাশক্তিমান্
অতিশয় বনিয়াদী!
মূর্খেরা তুলি' বৃথা গণ্ডগোল
'কমিছে হিন্দু' বলি' ছাড়ে রোল,
মোরা তাহাদের আবোল তাবোল
ভ্রূক্ষেপ নাহি করি;
সংখ্যার বৃদ্ধি না করি' মনন
ধর্ম্মের বীজ করিব রক্ষণ,
অটুট হিন্দু র'ব সর্ব্বক্ষণ
বেঁচে থাকি কিম্বা মরি।
যদিও কানাডা অষ্ট্রেলিয়াতে
টিকির গুমর পারিনি' টিকাতে,
ঘাড়ধাক্কা খেয়ে' সরিগো তফাতে
দন্তে রসনা কাটি';
তথাপি আমরা হিন্দু প্রবীন
নরমের পিঠে উঁচাই সঙ্গীন,
শক্তের কাছে হইয়া সুদীন
শ্রীচরণ তা'র চাটি।

শূদ্রোদ্বোধন

জাগো শূদ্র !

তুচ্ছ ঘৃণ্য অবমন্য নহ দাস ক্ষুদ্র !
শাস্ত্রের ভ্রূকুটি টুটি'—মানবের বর্ব্বর বিধান
লঙ্ঘি' জাগো তেজে জ্যোতিষ্মান্ !
ভস্ম ঠেলি' উঠ গর্জ্জি' প্রলয় বাড়ববহ্নিরাশি !
স্তব্ধ করি' কোলাহল বাজাও করাল বজ্র বাঁশী !
ধূর্জ্জটীর জটামুক্তা বন্ধহারা জাহ্নবীর মত
ভাসাইয়া দাও দৃপ্ত—স্বার্থের দুর্দ্দান্ত ঐরাবত !
জাগো জাগো হে ভৈরব, প্রমত্ত তাণ্ডব নৃত্য করি' !
যুগান্তের মোহনিদ্রা ভেদি' জাগো নিদ্রিত কেশরি !
মহাব্যোমে রুদ্র তেজে রূপ ধরি' প্রচণ্ড উল্কায়
গ্রহ-উপগ্রহ-তারা ঘুরে' এস ছাড়িয়া হুঙ্কার !
মন্থি' অমন্থর বেগে অন্তহীন উর্ম্মিল সমুদ্র,—
হে বিপুল—হে বিরাট শূদ্র !

জাগো জাগো বিশ্বকর্ম্মা শ্রমঘর্ম্মে সিক্ত করি ভাল ;
ধরিত্রীর গাত্রপরে রচে' দাও নন্দন বিশাল !
বক্ষোমাঝে মৃত্তিকার মূর্ত্ত করি' ফল শস্যভার,
চৈতন্যে চাঞ্চল্যে পূর্ণ কর প্রাণ রিক্তা বসুধার !
জাগো গণ-শক্তিরূপে শিব ধ্যান করি, ধরণীর !
জাগো পুণ্যে—প্রেমে-ধর্ম্মে মর্ম্মে শেল হানি' ভণ্ডামির !

জাগো জ্ঞানে—গরিমায়—প্রতিভায়—পাণ্ডিত্যে উদ্ভাসি' !
বেদান্তে-দর্শনে—ন্যায়ে—তন্ত্রে—মন্ত্রে—সাহিত্যে প্রকাশি'!
জাগো শুভঙ্কর,
পূর্ণ করি' শস্পে জলে মরুভূর তৃষ্ণার্ত্ত অন্তর !

ঈর্ষ্যা ঘৃণা কপটতা হিংসা দ্বেষ মিথ্যার জঞ্জাল—
দম্ভে দর্পে আভিজাত্যে দণ্ডিবারে জাগো মহাকাল !
জাগো ঘূর্ণী প্রভঞ্জন,—বজ্রনাদ নিনাদি' গম্ভীর,
চূর্ণি' শত শতাব্দীর পাপেরই পঙ্কিল ঘৃণ্য নীড় !
মানবের নারায়ণে যে নারকী ক'রেছে বিমুখ,—
বিদ্যুতের বহ্নি জ্বালি' বজ্র হানি' ভাঙ্গ তা'র বুক !
অশিবের মুণ্ডমালা ভূষণে—ভীষণ অট্ট হাসি'
জাগো করালিনীরূপে অসুর দানবদল ত্রাসি' !
অস্ত করি' অমাধ্বান্ত জাগো জাগো ভাস্বর অরুণ !
বিখণ্ডিয়া ভণ্ড বিধি জাগো আজি চণ্ড নিষ্করুণ !
জাগো স্নেহে মমতায় চরিত্রে মহত্ত্বে মহিমায়—
সাধনায় কামনায় করুণায় পূর্ণ গরিমায় !
জাগো শান্তি,—জাগো শুভ,—অশান্ত, অতৃপ্ত, ভীম, রুদ্র !
জাগো ধীর,—জাগো বীর শূদ্র !

